CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 February, 2023 ■ আগরতলা ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ইং ■ ১৮ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নির্বাচনমুখী বাজেট নির্মলার

নয়াদিল্লী,১ ফেব্রুয়ারী।। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। কেন্দ্রের মোদী সরকারের সামনে এবারের বাজেট হচ্ছে শেষ বাজেট। এবারের বাজেটে প্রতিফলন ঘটেছে নির্বাচনমুখী বাজেটের। বুধবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই বাজেটে সাতটি ক্ষেত্রে বিশেষ জোর। তাই ২০২৩-২৪ সালের বাজেটকে সপ্তঋষি বাজেট বলে নামকরণ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

বুধবার বাজেট বক্তৃতা পেশ করতে গিয়েই নির্মলা সীতারমন বলেন, মূলত সাতটি বিষয়ে জোর দিয়ে এবারের বাজেট পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কারণেই এই বাজেটকে সপ্তঋষি বলে নামকরণ করছেন তিনি । সাতটি বিষয়ে জোর দিচ্ছে সেই তালিকা তুলে ধরে নির্মলা সীতারন বলেন, সমাজের সবক্ষেত্রের উন্নয়ন, প্রত্যন্ত সীমায় উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া, পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রকৃত ক্ষমতাকে কাজে লাগানো, পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন, যুব শক্তির বিকাশ এবং আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নয়নে জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয়গুলি একে অপরের পরিপূরক উল্লেখ্য করে তিনি বলেন, 'অমৃতকালে আমাদের পথ দেখাবে সপ্তঋষি।'

এরপরেই একে একে প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য কী কী পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, তা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

ভারতীয় অর্থনীতি সঠিক পথে ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বুধবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই নিয়ে পাঁচ বার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করার শুরুতেই তিনি বলেছেন, এটি অমৃত কালের প্রথম বাজেট। ভারতীয় অর্থনীতি সঠিক পথে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নির্মলা সীতারমন বলেছেন, দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৭ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা ভেবে এই বাজেট পেশ হল। আমাদের দৃষ্টি অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকে। তাঁর কথায়, আমরা করোনার সময় নজর দিয়েছি, দেশের কেউ যেন অভুক্ত না থাকে।

ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের এই সময়ে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার এক অনন্য সুযোগ। ২০১৪ সাল থেকে সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি উন্নতমানের ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করেছে সরকার। এই ৯ বছরে ভারতীয় অর্থনীতি দশমতম থেকে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়েছে।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা বলেছেন, মিশন মোডে পর্যটনের প্রচার করা হবে।

এবার বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে ছাড় আয়করে। বুধবার সংসদে সাধারণ বাজেট ২০২৩-২৪ ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

এর আগে আয়কর ছাড়ের সীমা ছিল ৫ লক্ষ টাকা। সেই সীমা এবার বাড়িয়ে ৭ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি, কারও বছরে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় হলে ৪৫ হাজার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বাজেট পেশ করার পূর্বে সংসদ ভবনে অর্থ মন্ত্রকের দুই প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী এবং ভগবত কিষাণরাও কানাড সহ আধিকারীকদের সাথে। ছবি-পিআইবি।

সাধারণ বাজেট ২০২৩-২৪

দাম কমছে

টিভির যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোনের ক্যামেরা লেন্স, চিংড়ির খাবার, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি তৈরীর যন্ত্র, পানযোগ্য নয় ইথাইল অ্যালকোহল, অ্যাসিড গ্রেড ফ্লুরস্পার, গবেষণাগারে তৈরী ডায়মন্ড সিড, বৈদ্যুতিক গাড়ি, অটো-মোবাইল, লোহর রড, ইস্পাত

দাম বাড়ছে

সিগারেট, মদ, সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনাম, কিচেন চিমনি, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ফ্রিজ, রাবার, টায়ার, টিউব, জুতো, পেট্রোকেমিক্যাল ও ন্যাপথার সামগ্রী, বৈদ্যুতিন দেশীয় খেলানার, বাইসাইকেল, বৈদ্যুতিন গাড়ি, স্কুটি-বাইক

বাম প্রার্থীর গাড়ির চালক সহ তিন কর্মীকে মারধোর, আটক তিন বিজেপি সমর্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ফেব্রুয়ারী।। নির্বাচনী প্রচারে কর্মীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে শাসক দলের দুষ্কৃতিরা। রেহাই পাননি প্রার্থীর গাড়ির চালকও। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন সিপিআইএমের কর্মীরা। ঘটনা বিশালগড় ঘনিয়ামারা এলাকায়।পুলিশ ঘটনায় শাসক দল বিজেপির তিন কর্মীকে আটক করে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় কেন্দ্রীয় আধা

বিশালগড়

সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা গেছে, আজ বুধবার দুপুর ১২ টা নাগাদ সিপিআইএমের প্রার্থী পার্থপ্রতিম মজুমদার কর্মীদের নিয়ে দুর্গানগর বাজারে ভোট প্রচারে বের হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর গাড়ির চালক সহ তিন সিপিএম কর্মীকে মারধোর করেছে দুষ্কৃতিরা। তাঁর অভিযোগ, শাসক দল বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরাই হামলা করছে। বিষয়টি বিশালগড় থানায় জানানো হলে পুলিশ ওই ঘটনায় বিজেপির তিন সমর্থক সৌরভ দেব, শুভজিৎ সরকার এবং দিপু দাসকে আটক করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নত ভারত গড়তে শক্তিশালী ভীত তৈরি করবে এবারের বাজেট ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়রাই (হি.স.)।। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অমৃত কালের প্রথম বাজেট উন্নত ভারত গড়তে শক্তিশালী ভীত তৈরি করবে। এই বাজেট দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কৃষক-সহ উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমাজের স্বপ্ন পূরণ করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই বাজেট টেকসই উন্নয়ন, সবুজ প্রবৃদ্ধি, সবুজ অর্থনীতি, সবুজ পরিকাঠামো এবং সবুজ চাকরির নতুন পরিচয় দেবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ডিজিটাল পেমেন্টের সাফল্য নিতে হবে আমাদের। এই রূপকল্প নিয়ে এবারের বাজেটে আমরা ডিজিটাল কৃষি অবকাঠামো নিয়ে এসেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শহর থেকে গ্রামীণ, আমরা আমাদের নারীশক্তির জীবনকে উন্নত করার জন্য কাজ করছি। মহিলা স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী আমাদের মহিলাদের নতুন শক্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের মতে বাজেট হতাশাজনক, কিছুই নেই

নয়াদিল্লী, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে সাধারণ মানুষের জন্য কোনও স্বস্তি নেই। বুধবার অধীর চৌধুরী বলেন, বাজেট পেশের আগে আমরা আশা করছিলাম পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম কমবে। রান্নার গ্যাসের দাম কমবে। কিন্তু এ রকম কিছুই হয়নি। এই বাজেটে সাধারণ মানুষ কোনও স্বস্তি পায়নি। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। এ কথা মাথায় রেখেই বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্র শুধু বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভবিষ্যতে এটা করা হবে, সেটাই করা হবে কিন্তু আজকের বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। এই বাজেটের গুরুত্ব কী তা বুঝতে পারছি না। এই বাজেট সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে।

কেন্দ্রীয় বাজেটকে হতাশাজনক বলে বর্ণনা করেছেন কংগ্রেস, সপা এবং আরজেডি নেতারা। বিরোধী নেতারা বলেন, মোদী সরকার অতীতেও এই ধরনের ঘোষণা করেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাতে লাভবান হয়নি।

কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য কেসি ভেনুগোপাল বলেন, বাজেটে সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই নেই। এতে মূল্যস্ফীতি কমানো এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব রোধ করার কিছু নেই। এবারের বাজেটে শুধু আকর্ষণীয় ঘোষণা করা হয়েছে। মোদী সরকার এর আগেও এই ধরনের ঘোষণা করেছে কিন্তু সাধারণ মানুষ এর সুফল পায়নি।

আরজেডি-র রাজ্যসভার সদস্য মনোজ ঝা বলেন, বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী কর্মসংস্থান নিয়ে গোল গোল আলোচনা করেছেন, কিন্তু যুবক, কৃষক ইত্যাদির জন্য কিছুই নেই। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেন, বাজেটে কিছু জিনিস ভাল তবে মনরেগার কোনও উল্লেখ করা হয়নি। শ্রমিকদের জন্য সরকার কী করতে যাচ্ছে তা বলা উচিত ছিল। বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতির কথাও এ বাজেটে বলা হয়নি। সপা সাংসদ ডিম্পল যাদব বলেন, এটি সম্পূর্ণ নির্বাচনী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মমতা সহ ৩৭ জন তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন অধরা থাকলেও নির্বাচনী প্রচারে চাঁদের হাট বসাতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সারা ত্রিপুরায় গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার ঘাসফুল শিবির নির্বাচনী প্রচারে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ৩৭ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে।

ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে আগামী ৬ এবং ৭ ফেব্রুয়ারি আসছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া আসছেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সি-সহ দলের বরিষ্ঠ নেতা তথা লোকসভার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূলের তারকা প্রচারকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাট ও অমরপুরে কাল জনসভা নাড্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ঝড় তুলতে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তিনি কুমারঘাট এবং অমরপুরে জনসভায় অংশ নেবেন। তাঁর সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই দলীয় স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আজ বিজেপির নির্বাচন প্রভারী ড় মহেন্দ্র সিং এবং সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব জনসভা স্থল পরিদর্শন করেছেন এবং স্থানীয় কার্যকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী কুমারঘাটে জনসভায় সম্বোধন করবেনন জেলার বিভিন্ন পদাধিকারী ও কার্যকর্তাদের সাথে বৈঠকে এই সভার স্বার্থক রূপান্তরের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছেন পাশাপাশি কুমারঘাট পিডব্লিউডি মাঠের সভাস্থলটি পরিদর্শন করেছি ও প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিন

সাথে তিনি যোগ করেন, আজ অমরপুর চন্ডিবাড়ি মাঠে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির সভাস্থলটি পরিদর্শন করেছিন এছাড়া দলের সমস্ত পদাধিকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তাদের সাথে এই কর্মসূচীর সফল রূপায়নের লক্ষ্যে রূপরেখা শীর্ষক প্রস্তুতি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিন

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ আগামী ৬ ও ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিতে আসছেন। ওই দুইদিনে তাঁর একাধিক জনসভায় অংশ নেবেন বলে দলীয় সুত্রে খবর। তবে, সফর সূচী চূড়ান্ত হয়নি।

পূর্বোত্তরের জন্য নেই বড় প্রকল্প

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ১ ফেব্রুয়ারী।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের জন্য নেই নতুন কোন বড় প্রকল্প। যদিও এই অঞ্চলে ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ডে সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এদিন বাজেট পেশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেন, আমরা এই বছরের বাজেটকে ছোট করিনি যেহেতু সরকারের প্রধান ফোকাস হল পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলি। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জানান উত্তর-পূর্ব কাউন্সিলের জন্য ২০২৩- ২৪-এর জন্য ৮০০ কোটি টাকার মোট প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে যা ২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৭০১ কোটি টাকা। এবারের বাজেটে উত্তর পূর্ব বিশেষ উন্নয়ন পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২৪৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে।

কংগ্রেসের জন্য বরাদ্দ আসন থেকে প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিচ্ছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। কংগ্রেসের জন্য বরাদ্দ আসন থেকে প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিচ্ছে সিপিএম। বুধবার সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর তরফ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সিপিএম বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, ত্রিপুরার বুকে বিজেপি সরকার দুঃশাসন চালাচ্ছে। একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েমের লক্ষ্যে ফ্যাসিস্টসুলভ সন্ত্রাস চালাচ্ছে। গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিমণ্ডলকে বিনষ্ট করেছে। আপাদমস্তক জনবিরোধী অর্থনীতি গ্রহণ করে চলেছে। মানুষের কাজ, উপার্জন ও খাদ্যের তীব্র সমস্যা সৃষ্টি করেছে। দুর্নীতিতে ডুবে আছে। জনগণের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

এই সর্বনাশা ধ্বংস প্রায় অবস্থা থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত ও রক্ষা করতে বি জে পি - আই পি এফ টি জোট সরকারকে পরাস্ত ও ক্ষমতাচ্যুত করতে বামফ্রন্টের পক্ষে সি পি আই (এম)-র সাথে জাতীয় কংগ্রেস দলের ত্রিপুরা প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা হয় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নে আসন সমঝোতা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার পর কংগ্রেস দল ১৩টি এবং বামফ্রন্ট ৪৭ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনী আধিকারিকের রাজনৈতিক দলের মিছিলে অংশগ্রহণ, খতিয়ে দেখছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। নির্বাচনী আধিকারিক হয়েও রাজনৈতিক দলের মিছিলে অংশ নেওয়ায় আইনি বেড়াজালে ফেঁসেছেন খোয়াই জেলা ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতরে কর্মরত শারীরিক প্রশিক্ষক অমর লাল সাহা। তিনি প্রথম পুলিং অফিসার হিসেবে বিধানসভা নির্বাচনে দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে অংশ অভিযোগ প্রমাণিত হলেও নির্বাচন কমিশন পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য খোয়াই জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা দিতে বিজেপি প্রার্থীর মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন শারীরিক প্রশিক্ষক অমর লাল সাহা। সেই ছবি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতেই জেলা নির্বাচন দফতর থেকে তদন্ত করা হয়েছে। তদন্তে ওই মিছিলে তাঁর অংশ গ্রহণের প্রমাণ মিলেছে। সে মোতাবেক জেলা নির্বাচন আধিকারিক অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। রিপোর্টে তিনি সাফ জানিয়েছেন, নির্বাচনী আধিকারিক হওয়া সত্বেও শারীরিক প্রশিক্ষক অমর লাল সাহা রাজনৈতিক দলের মিছিলে অংশ নিয়েছেন। তাতে তিনি সরকারি নিয়মের উলঙ্ঘন করেছেন।এ-বিষয়ে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ঊষাজেন মগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অশ্বিনী মার্কেট এলাকার ঈশান চন্দ্রনগরে দুটি গাড়ি পুড়ল নাশকতার আগুনে। ছবি নিজস্ব।

নাশকতার আগুনে পুড়ল দুইটি গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে দুইটি গাড়ি। ধারণ করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়েছে গাড়ি দুইটি। মঙ্গলবার গভীর রাতে আমতলী থানাধীন অশ্বিনী মার্কেট এলাকার ঈশান চন্দ্রনগরের বাসিন্দা অরিজিৎ বিশ্বাসের গাড়ি গুলি আগুনে পুড়েছে। ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে।ঘটনার বিবরনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

আমজাদনগরে বিএসএফের লাঠিচার্জ শিশু ও মহিলা সহ গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। হঠাৎ তান্ডব লীলা। ভাঙ্গচুর চালানো হয় বাড়ি ঘর। লাঠিচার্জ করে আহত করে তোলে বহু নীরিহ গ্রামবাসীদের। লাঠিচার্জ থেকে রক্ষা পায়নি বৃদ্ধা মহিলা থেকে শুরু করে পুরুষ ও কচিকাঁচা শিশুরা। এই তান্ডব লীলা ঘটনায় যুক্ত অভিযুক্তরা নাকি ভারত বাংলা সীমান্ত এলাকা আমজাদ নগরে কর্তব্যরত দুইশ নং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এমনই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। মঙ্গলবার রাতে বিলোনিয়া সীমান্তবর্তী আমজাদ নগর বিএসএফ ক্যাম্পের এলাকার নীরিহ গ্রামবাসীদের উপর তান্ডব লীলার অভিযোগ উঠে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে।

ঘটনায় উত্তেজনার পাশাপাশি আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভোটের মুখে এ ধরনের উত্তেজনা মুলক সৃষ্টি ঘটনায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত চারজন মহিলা পুরুষ বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় উত্তেজনার পাশাপাশি আতঙ্ক বিরাজ করছে। বাড়ি ঘরে ঢুকেও ব্যাপক হামলা চালায় বিএসএফ। ভাঙচুর করে ঘরের জিনিসপত্র অভিযোগ স্থানীয়দের। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রাতে আমজাদ নগর বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন ৫ নম্বর গেটের কাছে দিয়ে কাপড় সহ কিছু জিনিসপত্র বাংলাদেশে পাচার হচ্ছিল।

এমন সময় বিএসএফ তাড়া করলে তার কাটা সংলগ্ন সেলিম মিয়ার বাড়িতে পাচারকারীরা পাচার সামগ্রী ফেলে পালিয়ে যায়। তারপর বিএসএফ ক্যাম্প এবং তারকাটা সংলগ্ন বাড়িগুলিতে ব্যাপক হামলা চালায়। পরবর্তী সময়ে ছেলে মেয়েকে উঠিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরে প্রধান সহ পরিবারের লোকজন বিএসএফের কাছে সাদা কাগজে মুচলেকা দিয়ে সেলিম মিয়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে বিলোনিয়া হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১১৩ ▫ ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং ▫ ১৮ মাঘ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

কর্মফলই চিরজীবী

জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হইল মানুষ। জাহাজের মান এবং হুশ রহিয়াছে তাহারাই মানুষ। মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহাদের মধ্যে মান এবং হুশ নাই তাহাদের মানুষ বলিয়া গণ্য করাই কষ্টকর। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের উচিত জীবনে এমন কিছু কাজ করিয়া যাওয়া যাহা পরবর্তী প্রজন্ম তাহাকে স্মরণে রাখে। কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। দোষে গুণে ভরা মনুষ্য সমাজ। এই সমাজে যাহারা সমাজের জন্য কিছু করিয়া যান তাহারাই চিরজীবী হইয়া থাকেন। ইহাই চিরন্তন সত্য। সদ্গুরু বা সৎশাস্ত্রের সর্বপ্রাথমিক ইঙ্গিতই হইতেছে যে নর বা নারীরূপে মনুষ্যজন্ম লাভ করা সু-দুর্লভ। মনুষ্যেতর প্রাণীরূপে জন্মের চাইতে মনুষ্যজন্ম লাভ করা নিশ্চয়ই তাহার অধিকারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভগবান শঙ্করাচার্য এই বিষয়ে বলিতেছেন, "জীবন্মুক্তি সুখপ্রপ্তির্হেতবে জন্মধারিতম্, আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসার কাম্যয়া।" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথাই আবার এইভাবে বলিতেছেন, "দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রে ঈশ্বরলাভ যদি না হয় তো জন্মধারণ করাই বৃথা হইল।" মনুষ্যজন্মই হউক বা মনুষ্যেতর জন্মই হউক, শরীরধারণ করিলেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যএই ছয় রিপুর কম-বেশি অধীনতা না মানিয়া উপায় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনুষ্যজন্মে আমরা পাই বিভিন্ন নরনারীতে ন্যায় ও অন্যায়ের কম-বেশি বিবেক। এই বিবেক আরও জাগ্রত করবার সম্ভাবনা বিশেষ করিয়া মনুষ্যজন্মেই, সদ্গুরু ও সৎশাস্ত্র এই বিবেক উদ্রেকের প্রকৃত হাতিয়ার। তাই সৎসঙ্গের উপর জোর দিয়াছেন মহাপুরুষ বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। শাস্ত্রের চাইতে চেতনবান মানুষের সঙ্গের উপর আরও জোর দিয়াছেন শাস্ত্র বা গুরু নিজেই। নিজে পড়িয়া শাস্ত্রার্থ উদ্ঘাটন করা অতীব কঠিন অর্থাৎ এক প্রকার অসম্ভবই বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে"শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তবিভ্রমকারণম্" ইত্যাদি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল।" এখন কথা হইতেছে উপরোক্ত সূত্রটির মর্মার্থ যদি এইস্থানে আলোচিত হয় তো প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার স্বাধীন এবং নিজস্ব চিন্তাধারার একটা সুযোগ বা সুবিধা আসিবে যাহাতে এই আলোচনাটির যৌক্তিকতা কোনও একদেশী বা সাম্প্রদায়িক পর্য্যায়ভুক্ত হইল কিনা তাহার বিচার করিয়া দেখা যাইবে। প্রকৃত সত্য কখনই একদেশী বা সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না তাহা সর্বদেশী সর্বকালিক ও অসাম্প্রদায়িক। পড়া বলিতে বুঝিবকী গ্রন্থ পড়িতে বলিতেছেন? এখানে উপনিষদের কথায় আসিয়া পড়িলাম"দ্বে বিদ্যা পড়া চ অপরা।" অর্থাৎ পড়া বিদ্যা, অপরা বিদ্যা দুইটি বিদ্যা মনুষ্যকুলের সামনে খোলা আছে যাহা পড়িতে হইবে, জানিতে হইবে, অধিগত করিতে হইবে। অপরা বিদ্যার অন্তর্গত কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, শিক্ষা ইত্যাদি ছয় প্রকার যাহাদেরকে বেদাঙ্গও বলা হয়। আর পরাবিদ্যার অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা যাহাই আবার আত্মজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। এখন বেদ ও বেদাঙ্গ বলিয়া দুইটি ভাগের কথা আমরা পাই। বেদাঙ্গের কথা আমাদের বিষয় নহে, কারণ নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই সব গ্রন্থপাঠের কথা বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন বেদ অধ্যয়নের কথাই। এ দিকে আমরা দেখিতে পাই চারিটি বেদের ভিতর প্রত্যেকটির আবার দুইটি করিয়া ভাগ আছে, একটি হইতেছে কর্মকাণ্ড ও অপরটি হইতেছে জ্ঞানকাণ্ড তথা উপনিষদ ও অদ্বৈত বেদান্ত।

নাগাল্যান্ডে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিধায়ক পদে ইস্তফা দুই সদস্যের

কোহিমা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়েছেন দুই সদস্য। তাঁরা ৬০ নম্বর পুংগ্রো-খিপ্রের নির্দলীয় বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ টি ইয়াংসেও সাংতাম এবং ৪৬ নম্বর মন শহর কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (এনডিপিপি)-র থংওয়াং কন্যাক।

রাজ্য সচিবালয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আজ বুধবার তথ্য ও জনসংযোগ দফতর এক বিবৃতি জারি করে এই খবর জানিয়েছে। গত সোমবার তাঁরা বিধায়ক পদে ইস্তফাপত্র বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন। অধ্যক্ষ ১৩-তম বিধানসভায় তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রকে বিধায়কশূন্য বলে ঘোষণা করেছেন।

বুধবার তথ্য ও জনসংযোগ দফতর সূত্রের খবর, রাজ্যের সমস্ত ৬০ আসনে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি একদিনে ভোটগ্রহণ হবে। সে অনুযায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশন ৩১ জানুয়ারি ১৪-তম নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

বিধায়কদের কর্মশালার প্রস্তুতি শুরু

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের 'নবনির্বাচিত' বিধায়কদের পরিষদীয় রীতি-নীতি শেখাতে কর্মশালা বসছে বিধানসভায়। বুধবার শুরু হয়েছে তার প্রস্তুতি।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় ৭০ জন এবং বিরোধী দলের জনা ৫৫ বিধায়ক এবারই প্রথম জিতে বিধানসভায় পা রেখেছেন। তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার জয়ী বিধায়করাও চাইলে পরিষদীয় রীতিনীতি শেখার ওই কর্মশালায় যোগ দিতে পারেন বলে জানিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, সোমবার সকাল ১০.৪৫ মিনিটে বিধায়কদের এই কর্মশালা শুরু হবে নতুন অডিটোরিয়ামে। চলবে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত। প্রশিক্ষকের ভূমিকায় থাকার কথা সাংসদ সৌগত রায়, প্রাক্তন পরিষদীয় মন্ত্রী প্রবোধ সিনহা, বর্তমান পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, তাপস রায় প্রমুখ।

স্পিকার জানিয়েছেন, "বিরোধী দলনেতা ও মনোজ টিগ্গা-সহ সমস্ত বিধায়কদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কর্মশালায়।" বিরোধী দলের তরফে এদিন পালটা প্রশ্ন, বিধানসভা ভোটের ২১ মাস পরে বিধায়কদের জন্য এমন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন তো হাস্যকর।

মানিক সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তিনি নিজেও জানেন, দাবি বিচারপতির

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "মানিক ভট্টাচার্য এখনও বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেননি, এটা লজ্জার বিষয়। অর্থাৎ, তিনি ফিরে এসে আবার এ সব শুরু করবেন। রাজ্যটা কি এ ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে?" মানিক সম্পর্কে অনেক তথ্য তাঁর জানা আছে, এই মন্তব্য করে এজলাসে তার প্রমাণ দেন বিচারপতি নিজেই। মানিক মামলায় বুধবার আদালতে শুনানি চলাকালীন এই মন্তব্য করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআইয়ের তদন্তের প্রসঙ্গ উঠলে বিচারপতি জানান, মানিক সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তিনি নিজেও জানেন। উঠে আসে মানিকের লন্ডনের বাড়ির প্রসঙ্গ। মামলার তদন্ত সিবিআই করছে না আদালত, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। মানিকের দু'টি পাসপোর্টের হদিস পাওয়া গিয়েছে। বিচারপতির মন্তব্য, লন্ডনের কোথায় মানিকের বাড়ি রয়েছে, তা তিনি জানেন। তিনি এ-ও জানেন, সেই বাড়ির পাশে এমন এক জনের বাড়ি রয়েছে, যিনি নিজেও রাজনৈতিক নেতা। সিবিআইয়ের প্রতি বিচারপতির পাল্টা প্রশ্ন, "কত বার লন্ডনে গিয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য? তাঁর বাড়ির ঠিকানা জানেন? আমি বলতে পারি? শুনবেন? লন্ডনে তাঁর বাড়ির পাশে কার বাড়ি জানেন? আমি জানি।"

মানিক মামলার তদন্তে গত দু'সপ্তাহে অনেক অগ্রগতি হয়েছে বলে বুধবার আদালতে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, "আমরা কিছু এসএমএস উদ্ধার করতে পেরেছি। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিছু সূত্রও আমরা পেয়েছি মানিক ভট্টাচার্যর কাছ থেকে।" মানিকের যে দু'টি বৈধ পাসপোর্ট রয়েছে, তার কথা আদালতে জানাতেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বিপ্লব-চিন্তা

প্রদীপ কুমার পাল

স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিপ্লববাদী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami vivekananda-The patriot propher গ্রন্থে বিবেকানন্দকে 'সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবী' বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে, বিবেকানন্দের ধর্মনিষ্ঠা তাঁর মধ্যে 'মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের' অবস্থান নির্দেস করেছে। স্বামীজি বাংলার মাটিতে বিপ্লব-চেতনা মনীষায়, মাতৃমুক্তির চেতনার গভীরে বিপ্লবের আগুন জ্বালালেন।

বিবেকানন্দের জীবনের মুলকেন্দ্র ধর্মের স্থান, তাঁর সমাজদর্শন ও ধর্মদর্শনের মধ্যে প্রকৃত বৈপরীতা নেই, তাঁর ধর্মদর্শনই তাঁর বিপ্লববাদের উৎস। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' বর্তমানে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। ইতিহাস দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সব জায়গাতেই বৈজ্ঞানিক' আলোচনা। কিন্তু এই 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি কী? আচার্য ব্রজেন্দ্রলাল শীল বলেছেন "বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সফল প্রয়োগ করলেই যে সত্য আবিষ্কার করা যায়, তা নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করলে আমরা পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তকাল পেয়ে থাকি। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান করতে হলে বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে প্রথমে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটিকে যুক্তিসিদ্ধ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন"।

শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'ইতিহাসের মুক্তি' হল সত্যনিষ্ঠ "যা সকল বিজ্ঞানে সাধারণ তা হল সত্যনিষ্ঠ এবং বিনা -প্রমাণে বা অপ্রমাণে কোনও কিছুকে সত্য বলেগ্রহণ না করা, এবং প্রমাণবিরুদ্ধ হলে চিরপোষিত মত ও চিন্তাধারা পরিত্যাগ দ্বিধাহীনতা" অর্থাৎ যা সত্যনিষ্ঠ ও প্রামাণিখ তাই যুক্তিসিদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক। অনেকের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের ধর্মমতকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলে মনে হযেছে, আর তাই বিবেকানন্দের বিপ্লববাদের স্বরূপ নির্ণয় তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। এই বিপ্লববাদের প্রতিষ্ঠা যে 'অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ'-এই সত্যিই তাঁদের কাছে ধরা দেয়নি, তাই তাঁরা বিবেকানন্দকে সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাঁদের কাছে বিবেকানন্দ একটি 'Complex Character', যাঁর মধ্যে পরস্পরবিরোধী আদর্শ স্থান পেয়েছে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা ও সমাজবিপ্লববাদ একত্রে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে কোনও জটিলতা নেই, কোনও বৈপরীত্য নেই, তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও সমাজবি'লবাদ একই সূত্রে গ্রথিত--- অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার ফলিত দিকই সমাজবিপ্লব। বস্তুনিষ্ঠাবাদের মূল কথা-জগৎ সংসার ভালো-মন্দের সংমিশ্রণে গঠিত এবং সেজন্য কখনও তা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। সত্যযুগের কল্পনা সম্পূর্ণ অলীক—এই জগৎ কখনও পূর্ণতা বা perfection প্রাপ্ত হবে না। যাঁরাই কল্পনা করেছেন যে বর্তমান ত্রুটি ও অপূর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে এক আদর্শসমাজে আমরা পৌঁছাব তাঁরা সকলেই ভ্রান্ত। হেগেল, মার্কস, বিবেকানন্দ এঁনারা সকলেই পূর্ণতাবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ নন।

বিবেকানন্দ তাঁর পত্রাবলীর একস্থানে লিখেছেন "বাস্তবজগৎ সর্বদাই ভালো-মন্দের মিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে, আর প্রত্যেকটি ভালোটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার মতো জড়িয়ে আছে। তার কারণ ভালো-মন্দ দু'টি পৃথক বস্তু নয়, আসলে এক। পরস্পরের মধ্যে প্রকারটাও কোনও ভেদ নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত"। সমাজ ও দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাকে যথার্থভাবে পরিচালনা করা সাধারণত রাজনীতিকের কার্য। বিবেকানন্দ রাজনীতিক নন, তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৈরিকস্ত্রর ও কৌপীনমাত্রই তাঁর সম্বল, অথচ মহাবলীয়ান এই তেজোদীপ সন্ন্যাসী রাষ্ট্রনেতা, ধর্মগুরু এবং সমাজপরিচালক হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের অদ্ভুত প্রতিভামণ্ডিত সংগঠনীশক্তির বিকাস কেমন করে সম্ভব হল, সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশ ও দশের নেতা হয়েছিলেন। রোগ দূর করতে হলে সবার আগে রোগের কারণ নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও ক্ষয়িষ্ণু সমাদেহের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য যে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান করতে না পারলে এই মুমূর্ষু জাতিকে বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই। সুতরাং ক্লীবতা ও জয়ত্ব পরিহার করে তবেই জাতি নতুন বলে বলীয়ান হবে না হলে জাতির পতন অনির্বার্য। তাঁর মন্ত্র ছিল ভারতীয় অদ্বৈতবেদান্তের মূলতত্ত্ব। তিনি বুঝেছিলেন, বেদান্ত জ্ঞানই ভারতের স্থিতির মূল ভিত্তি। এই বেদান্তজ্ঞানের "শতসূর্যতম প্রোজ্জ্বল আলোকে শুধু ভারত কেন, সমগ্র বিশ্বই উদ্ভাসিত নতুন পথে জীবনের জয়যাত্রা আরম্ভ করিবে"—এটাই ছিল বীর সন্ন্যাসীর স্থিরবিশ্বাস। উপনিষদ-উদ্ভাসিত বেদান্তজ্ঞান ভারতের অমূল্য অক্ষয় সম্পদ। ভারতীয় চরিত্রের-ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিই অদ্বৈতবেদান্তজ্ঞান। বেদান্তই জীতির আত্মা, বেদান্তই ভারতের জাতীয় প্রাণ। সুতরাং জাতির সমস্ত উন্নতির চেষ্টা, সমস্ত রকম হিতকর চিন্তা, সমস্ত প্রাণস্পন্দনভাব বেদান্ত জ্ঞানকেই কেন্দ্র করে প্রবর্তিত।

জ্ঞান বা চৈতন্য যদি বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত না হত তাহলে বস্তু কখনও প্রকাশিত হতে পারত না। অন্ধকারের স্বরূপের মধ্যে প্রকাশশীলতা নেই বলে তা কখনও প্রকাশশীল নয়। সুতরাং বস্তুর মৌলিক স্বরূপের সত্তা এবং জ্ঞান---এই উভয়কেই পাওয়া যায়। ঠিক তুল্য যুক্তিতে আনন্দও বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত বলে প্রতিপন্ন হয়। কারণ প্রত্যেক বস্তুই সাক্ষাৎ বা পরস্পরাগ্রমে কারও না কারও আনন্দদায়ক হয়। স্বামীজির সমগ্র জীবনের কর্মপদ্ধতির ভিতর দিয়ে বেদনান্তের এই অমোঘ বাণী রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সেইজন্য তিনি উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-বিদ্বান-নির্বিশেষে সকলকে নিজের ভাই বলে অনুভব করেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি পদে নিজের কর্মের ভিতর দিয়ে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপাদন করেছেন।

বস্তুনিষ্ঠাবাদ প্রকারান্তরে মায়াবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মায়াবাদকে আমরা অলীকতাদ বা ইলিউশনবাদ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে শিখিনি। আমরা যে মুহূর্তে 'মায়াবাদ' শুনি তখনই আমরা মায়াবদীকে অ-বস্তনিষ্ঠ বলে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'মায়াবাদ' বস্তনিষ্ঠ প্রত্যক্ষবাদ-Statement of facts আধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসীর মায়াবাদ-ই বস্তুনিষ্ঠাবাদে পরিণত হয়েছে। বিবেকানন্দকে অনেকে পূর্ণতাবাদী বলে অভিহিত করেন। কোনও মায়াবাদী অদ্বৈতবেদান্তী পূর্ণতাবাদী নন। হেগেল ও মার্কস পূর্ণতাবাদী। হেগেলের মতে Absolute Idea বিবর্তনের পথে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। কিন্তু মায়াবাদী অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, "যা বিবর্তিত হয়, তা অপূর্ব। কখনও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারে না। কারণ 'নেতি' হতে কখনও কোনও 'ইতি' বা 'অস্তি' উৎপাদিত হতে পারে না। যা অপূর্ব না। যা অপূর্ব তা চিরকালই 'অপূর্ব', যা পূর্ণ তা চিরদিনই পূর্ণতা-ধর্মবিশিষ্ট"। বস্তুনিষ্ঠাবাদীরা বিবেকানন্দের ভারত ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রতিও কটাক্ষপাত করে থাকেন। তাঁদের কথা ভারতের মানুষ কোনও যুগে অন্যদেশের মানুষদের অপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিক বা কম সংসারনিষ্ঠা নয়। বিবেকানন্দ মনে করেন, 'পূর্ণভূমি ভারত আধ্যাত্মিকতার দেশ'। কিন্তু সাধারণ মানবপ্রকৃতি ভারতে যে অন্যপ্রকার এমন কথা তিনি কোথায়ও কখনও বলেননি। তার প্রমাণ-বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত ব্যাপক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ তিনি কোনওদিন সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির প্রধান কারণ এটি। বিবেকানন্দের কণ্ঠে আমরা শুনি-The present Hindu society is organised only for spiriual men and hopelesly crushes out everything else, why? where they shall go with its frivolities তাহলে কি তিনি পরস্পরবিরোধী উক্তি করেছেন? বাস্তবে কিন্তু তা নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চা এবং গণ-মানসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁকে এই অভিজ্ঞানই দিয়েছিল যে, ভারতের জাতীয় জীবনে মূলশক্তিরূপে কির্‌য়া করে আসছে আধ্যাত্মিকতা। ভারতের ইতিহাসে প্রতি সংকট মুহূর্তে, প্রতি প্লিবের শীর্ষদেশে দেখা যায় একজন বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তাঁদের জীবনেই মানবজীবনের নবমূল্যায়ন ঘটে এবং তাঁদেরই প্রয়াসে সমাজে সৃজনীশক্তির রুদ্ধ উৎসমুখের উন্মোচন ঘটে। ফলস্বরূপ, সমাজ নতুন বলে বলীয়ান হয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। তাই বলা যেতেই পারে, সঠিক বিপ্লব-ই আনতে পারে নতুন রাষ্ট্র সমাজ। তাই বস্তুনিষ্ঠাবাদীরা কখনই সত্যনিষ্ঠ হতে পারেননি। বস্তুনিষ্ঠ হতে গিয়ে এঁদের স্বধর্মচ্যুতি ঘটেছে এবং হয়েছেন। সেইজন্য উপনিষদের ভিত্তিচ্যুত করে তাঁরা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের হিউম্যানিজম গ্রহণ করেন এবং বিবেকানন্দের ধর্মচ্যুতি ঘটিয়ে তাঁকে বিপ্লববাদীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁরা বিচার করে দেখেন না যে, উপনিষদ বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে হিউম্যানিজম অস্তিত্বহীন আর ধর্ম বাদ দিয়ে বিবেকানন্দের উৎস নিঃশেষিত হয়।

সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, সত্যতা বিচারের জন্য আমাদের প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার মুক্ত হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ বিচারহীন বস্তুনিষ্ঠা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। যুক্তিসিদ্ধা তথ্য দ্বারা প্রমাণ করতে হবে আমাদের অনুসন্ধানকে। তবেই তা হবে প্রামাণিক বস্তনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক।

বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, "যে ধর্ম বা ঈশ্বর সর্বহারা বিধবার বেদানাশ্রু মুছে দেয় না, এক টুকরো রুটি দেয় না অন্নহীন অনাথের মুখে, সেই ধর্ম বা ঈশ্বরকে আমি বিশ্বাস করি না"। অর্থাৎ তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে, যে ধর্ম দেবে শান্তি, দেবে সকলের কাছে সমানাধিকার, দেবে অমৃতের পুত্রত্বের অধিকার-আর নিজের আত্মার গভীরে যে ঈশ্বরের বাস তিনি দেবেন শক্তি এবং কাজের প্রেরণা। আত্মিক চেতনার বলিষ্ঠ নির্দেশেই যে মানুষ হয়ে উঠবে শক্তিমান, আর সেই শক্তিকেই বুঝে নেবে স্যতকে। সত্য তো সত্যই-চিরন্তন। তাই চাই সত্যকার জীবন, আর শাশ্বত কালের ধর্ম। এই ধর্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে বলে ওঠেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।" তাঁর ধর্মচিন্তার সঙ্গে জ্ঞানযোগও কর্মযোগ এক হয়ে গেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র দর্শন সত্যিই একটি বিপ্লব দর্শন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানব সমাজের 'আমূল-রূপান্তর সাধন'। তিনি বলেছেন, I want to revolutionise the whole world এই কাজের জন্য তিনি বিদ্রোহীদের আহ্বান জানিয়েছেন I want men-rebels and women-rebels শুধু যে পৃথিবীর রূপান্তর সাধনকার্যে বিপ্লবীদের আহ্বান জানিয়ে তিনি কার্য সমাপ্ত করেছেন তা নয় তিনি এমন একটি বৈপ্লবিক কর্মচক্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখান থেকে এই বিপ্লবের মন্ত্র বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়বে। তাঁর একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচি ছিল যা বাস্তবাধর্মীতার দিক থেকে রাসিয়ার বৈপ্লবিক সংগঠনসূচির সমগোত্র। কিন্তু এই বিপ্লব কোনও রাজনৈতিক বিপ্লব নয়। রাজনীতিতে তিনি কোনওদিন আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর কথা ছিল ---"আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকীর সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখতে চাই না। আমি কোনওপ্রকার রাজনৈতিক বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি আর সব বাজে।"

সমাজের মূলপ্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজির মত —মানুষের হাতে সমাজে যে নিত্য নব নব রূপায়ণ ঘটছে তা হল তার স্বরূপজ্ঞানের সহায়তা লাভের জন্য। মানবজীবনের সত্যের সঙ্গে সমাজধর্মের একটি সম্বন্ধ আছে। সব স্বার্থকে বিকাশসাধনের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা। যখন সমাজ জীবন তার মূলধর্ম প্রতিষ্ঠা থাকে তখন স্বতঃসিদ্ধাভাবে সব মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। ভারতের ইতিহাসে সমাজবিপ্লবীরা মানুষের জন্য কাজ করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব একজন সমাজবিপ্লবী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন---"যাঁরা এই সাম্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন তাঁরাই আমাদের মহামানব"। সেই জন্য বিবেকানন্দ বলেছেন---Civilzation is the manifestation of divinity in man সভ্যতা হল দেবত্বের বিকাশ। সুতরাং আধ্যাত্মিকতাই সমাজকল্যাণের প্রকৃত পথ—তার মধ্যেই আছে লক্ষ্য, সিদ্ধি এবং উদ্দেশ্যর চরিতার্থতা।

বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যে সুপ্ত 'ব্রহ্মসিংহ'- কে সর্বাগ্রে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথা ছিল "Put the chemicals together,the action will take care of itself রসায়নাগারে বৈজ্ঞানিক যদি দুটি মৌলিক পদার্থের একাগ্র সমাবেশ ঘটাতে পারেন, তাহলে যৌগিক ক্রিয়া আপনিই সংগঠিত হয়। তেমন দেবশক্তির জাগরণ ঘটলে আপনিই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর বিপ্লব-সিদ্ধির জন্য তিনি একটি বৈপ্লবিক কর্মচক্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেখানকার সমস্ত কার্য তিন ভাগে বিভক্ত হবে-অন্নদান, বিদ্যাদান এবং জ্ঞানদান। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—নিরন্নের কাছে ধর্মের কথা বলা অর্থহীন। সেইজন্য অন্নদান ও দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ -অগণিত শিক্ষাবঞ্চিত জনগণকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে, তারা জানুক বিশ্বজগৎ কীভাবে গড়া হয়েছে। সবশেষে, তাদের দেবসত্তা সম্বন্ধে সচেতনতা এনে দিতে হবে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এই কর্মযজ্ঞে-আশিষ্ট, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী, তরুণেরা যোগদান করুক। যারা মানবসামাজের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত করবে---"আগুন ছড়িয়ে দেবে হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত' আর "উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত" এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করেন। উপসংহার বলি, স্বামীজি বলেছিলেন, যে, আর্য-অনার্যষ উচ্চধর্ম- নিম্নধর্ম, ধনী- দরিগ্র সবাই একযোগে দেশগটড়ে, দেশভক্তিতে হাত মেলাবেন। তিনি ভারতের হৃতগৌরব ফিরে পেতে যুবকদের আত্মবলিদানের ডাক দিয়েছিলেন। যুব -আন্দোলন ছাড়া স্বাধীনতা সম্ভব নয়। স্বামীজির আমুল রূপান্তর সাধনের পরিকল্পনা কিন্তু অসমাপ্ত। রামকৃষ্ণলোক থেকে তিনি তাঁর অসমাপ্ত কাজ করে সমাপ্ত হবে তার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। কবে আসবে সেই দিন, যেদিন তাঁর বিপ্লব সার্থক হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সপ্তাহ ধরে চোখের পলক না ফেললে কী হবে?

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

> বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ সময় ধরে চোখে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ও কর্নিয়ায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জোগানের অভাবে মরে যেতে পারে এই কোষগুলো। সপ্তাহ জুড়ে চোখের পলক না ফেলার ফলাফল হতে পারি স্থায়ী অন্ধত্ব।

চোখের পলক না ফেলে সর্বোচ্চ কতক্ষণ থাকতে পারবেন? গিনেজ ওয়ার্ল রেকর্ডে এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিশ্ব রেকর্ড রাখার আরেক ওয়েবসাইট রেকর্ড শেটার ডট কমের মতে, মানুষের চোখের পলক না ফেলার রেকর্ড ১ ঘন্টা ৫ মিনিট ১১ সেকেন্ড। সাধারণ যে কোনো মানুষের জন্য কয়েক মিনিট ধরে চোখের পলক না ফেলার ব্যাপারটা কষ্টকর।

প্রায় প্রতি ৪ সেকেন্ডে মানুষ একবার করে চোখের পলক ফেলে। মূলত চোখ পরিষ্কার ও চোখের মনি ভেজা রাখতেই এই কাজ করি আমরা। তবে এটি মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। অর্থাৎ চিন্তা করে কাজটি করতে হয় না আমাদের।

কিন্তু চিন্তা শক্তি আর মনের জোর খাটিয়ে কেউ যদি সপ্তাহ ধরে (আরও ঠিক করে বললে, ১৬৮ ঘন্টা) চোখের পলক না ফেলার রেকর্ড তৈরি করতে চান, তাহলে কী ঘটবে? চোখের পলক না ফেলা কেনই-বা আমাদের জন্য কষ্টকর? আমরা যখন চোখের পলক ফেলি, তখন নতুন টিয়ার ফিল্ম বা অশ্রুস্তর নিঃসৃত হয় চোখ থেকে। এর ফলে চোখের ওপরিভাগ থাকে মসৃণ ও ভেজা। চোখে এসে পড়া আলোকে ঠিক মতো শনাক্তের জন্য এই মসৃণ ও ভেজা ওপরিভাগ খুবই প্রয়োজন। না হলে চোখের লেন্সে প্রতিসরিত আলোর ফোকাস বিন্দু এলোমেলো হয়ে যেত। যেকোনো দৃশ্য তখন হয়ে যেত ঘোলা। চোখের কর্নিয়ায় নেই কোনো রক্তনালী। সরাসরি এই অশ্রুস্তর থেকেই অক্সিজেন শোষণ করে এখনাকার কোষগুলো। এছাড়াও এই অশ্রুস্তরে থাকে থাকে চোখের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম। যা ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে চোখকে সংক্রমণ মুক্ত রাখে। বুঝতেই পারছেন, চোখের পলক ফেলা কত গুরুত্বপূর্ণ। পলক না ফেললে চোখ যে শুষ্ক ও ব্যাক্টেরিয়ায় ভরে উঠবে, তা বলা বাহুল্য। প্রশ্ন হচ্ছে, কত দ্রুত চোখের সমস্যা হবে? ১৬৮ ঘন্টা টানা চোখের পলক না ফেললে ক্ষতিটাই-বা কেমন হবে? চোখের পলক ফেলার আমাদের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হবে মাত্র চার সেকেন্ড পরেই। অর্থাৎ প্রথম ৪ সেকেন্ডে কোনো সমস্যা না হলেও, এর পর থেকে মনের জোর খাটাতে হবে। ধীরে ধীরে যত সময় গড়াবে, ততই অশ্রুস্তরের অভাবে শুকিয়ে যেতে থাকবে চোখের সামনের অংশ। চোখের রক্তনালীগুলোও প্রসারিত হতে থাকবে প্রতি সেকেণ্ডে। ফলে, ধীরে ধীরে লাল হয়ে যাবে চোখ। আরও বেশি ইচ্ছে করবে পলক ফেলতে। এ সময় অক্ষিগোলকের সামনের অংশ শুকিয়ে যাবার কারণে ধীরে ধীরে সেখানে জমবে ধুলিকণা। তৈরি হবে অসম পৃষ্ঠ। ফলে দৃষ্টি ঘোলা হতে শুরু করবে। সঙ্গে শুরু হবে জ্বালাপোড়া। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চোখের পলক ফেলার জন্য অদম্য এক চাপ দিতে শুরু করবে মস্তিষ্ক। সত্যি বলতে কি, সমস্যা এখনও তেমন শুরু হয়নি। ধরা যাক, মনের তীব্র জোর খাটিয়ে চোখ খোলা রাখা গেল। কিন্তু ২৪ ঘন্টা পার হওয়ার আগেই আপনার ঘুমের তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হবে।

পৃথিবীর মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ চোখ খোলা রেখে ঘুমাতে পারে। আপনি যদি সেই দলের একজন হন, তাহলে হয়তো কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু চোখ খোলা রেখে ঘুমানোর ক্ষমতা যদি আপনার না থাকে, তাহলে চোখের যন্ত্রণার সঙ্গে শুরু হবে তীব্র মাথা ব্যাথা। একটা সময় অসাড় হয়ে যাবে চেতনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ সময় ধরে চোখে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ও কর্নিয়ায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জোগানের অভাবে মরে যেতে পারে এই কোষগুলো। সপ্তাহ জুড়ে চোখের পলক না ফেলার ফলাফল হতে পারি স্থায়ী অন্ধত্ব। মজার ব্যাপার হলো, বিশেষজ্ঞরা বলেন, কেবল মনের শক্তির জোরে ১৬৮ ঘন্টা চোখের পলক না ফেলে থাকা মানুষের জন্য অসম্ভব। অর্থাৎ কাজটি যদি কেউ করতে চায়, তাহলে যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে জোর করে চোখ খোলা রাখতে হবে। কিন্তু সেটার চেষ্টা করা মোটেও উচিত নয়। চোখের পলক ফেলা আমাদের জন্য কত দরকারি, তা বোঝার জন্যই মূলত মানস পরীক্ষার (থট এক্সপেরিমেন্ট) মাধ্যমে বিষয়টির একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারে কর্পোরেটর রত্না দত্ত।

ধানবাদে বহুতলে আগুনে মৃত্যু তিনটি শিশু-সহ ১৪ জনের; আহত ১৮ জন, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর

ধানবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে একটি বহুতলে আগুন লাগার ঘটনায় মৃত্যু হল তিনটি শিশু-সহ অন্তত ১৪ জনের। এই অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন ১২ জন। মৃত ১৪ জনের মধ্যে ১০ জন হলেন মহিলা, তিনটি শিশু ও একজন পুরুষ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধানবাদের জোড়াফাটক রোডে অবস্থিত একটি বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে। যে বহুতলে আগুন লেগেছিল, তার নাম 'আশীর্বাদ টাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট'। মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মৃতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন এবং আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে।

আশীর্বাদ টাওয়ারে বসবাসরত ব্যবসায়ী সুবোধ লালের মেয়ের বিয়ে ছিল মঙ্গলবার। বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল সিদ্ধি বিনায়ক হোটেলে। বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে তাঁর আত্মীয়রা এসেছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। পাত্রী নিজেই হোটেলে ছিলেন। বাড়ির মহিলা এবং অতিথিরা প্রস্তুত হতে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেছিলেন। সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট নাগাদ অ্যাপার্টমেন্টের দ্বিতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীর ঘর চতুর্থ তলায় ছিল। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তেই সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

বিয়েতে আসা মহিলারা ভারী শাড়ি ও লেহেঙ্গা পরেছিলেন, তাঁরা আগুনের কবলে পড়ে যান। আগুনে পাত্রীর মা, দাদা ও মাসি-সহ পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ অ্যাপার্টমেন্টের দ্বিতীয় তলায় বসবাসকারী পঙ্কজ আগরওয়ালের ঘরে আগুন লাগে। এরপর সিলিন্ডার ফেটে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। রাত সাড়ে ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে ১০ জন মহিলা, তিনটি শিশু-সহ ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ১৮ জন আহত হয়েছেন।

মৃতদের মধ্যে রয়েছেন সেল বোকারোর কর্মী পিন্টু শ্রীবাস্তবের স্ত্রী সবিতা শ্রীবাস্তব ও ছেলে অমন, সুবোধ শ্রীবাস্তবের স্ত্রী মালা দেবী, বাবা বিজয় লাল শ্রীবাস্তব, হাজারিবাগের বাসিন্দা সুশীলা দেবী এবং চার বছর বয়সী তনু কুমার। বাকিদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। আহত ১৮ জন পাটলিপুত্র নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর ৫৪-তম জন্মদিনে উষ্ণ শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদী, অমিত শাহ, ওম বিড়লা সহ বহুজনের

গুয়াহাটি (অসম), ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে তাঁর ৫৪-তম জন্মদিনে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা সহ অসংখ্যজন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'অসমের কঠোর পরিশ্রমী মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মাজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তিনি বহু জনহিকর উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যকে প্রাণবন্ত করেছেন। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।'

তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে স্পিকার ওম বিড়লা লিখেছেন, 'অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাজিকে তাঁর জন্মদিনের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই। আপনার দক্ষ নেতৃত্ব ও প্রশাসনের ফলে রাষ্ট্র এবং এর জনগণ উপকৃত হোক। আপনার দীর্ঘ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।'

উপরন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মাইক্রো-ব্লগিং সাইটে লিখেছেন, 'অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করছে, ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন দান করুন।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রশংসা করে বলেছেন, 'অসমের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর অটল প্রচেষ্টার মাধ্যমে অসমে সফলভাবে শান্তি ও অগ্রগতি আনতে সক্ষম হয়েছেন।'

এছাড়া, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সফল রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবন আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার পাশাপাশি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে নিজের নিজের সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ কেন্দ্রীয় বেশ কয়েকজন নেতা, উত্তর প্রদেশ-মহারাষ্ট্র-ত্রিপুরা-অরুণাচল প্রদেশ-মণিপুর-নাগাল্যান্ড-মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অসমের মন্ত্রী-বিধায়ক ও দলের প্রদেশ স্তরের অসংখ্যজন।

এদিকে গতকাল মধ্যরাতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার বাড়িতে গিয়ে তাঁর অনুরাগীরা ভিড় করে বিশাল বড় কেক কেটে তাঁদের প্রিয় রাজনৈতিক নেতাকে জানিয়েছেন জন্মদিনের শুভেচ্ছা। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হিমন্তবিশ্ব শর্মার আজ দ্বিতীয় জন্মদিন। ২০২১ সালের ১০ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপতগ্রহণ করেছিলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গত ২০ মাসে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যকে এক নতুন গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে তাঁর জন্মদিনে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অসমের নবনিযুক্ত ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং। টুইটার হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'আমি পরম সৌভাগ্যবান যে আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অসম পুলিশ আজ এক নাগরিককেন্দ্রিক পরিষাবায় রূপান্তরিত হয়েছে। আপনার মার্গদর্শন এবং তদারকীতে সমাজের হিতে রূপান্তরিত এই যাত্রা অব্যাহত থাকুক।'

প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতীয় উপকূলরক্ষীকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বুধবার ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসে বাহিনীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের উপকূল নিরাপদ রাখতে তার প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেছেন। প্রসঙ্গত, ১৯৭৭ সালে কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এদিন প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, ”ভারতীয় কোস্ট গার্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে সমস্ত কোস্টগার্ড কর্মীদের অভিনন্দন। ভারতীয় কোস্ট গার্ড তার পেশাদারিত্ব এবং আমাদের উপকূল নিরাপদ রাখার প্রচেষ্টার জন্য পরিচিত। আমিও তার ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টার জন্য শুভকামনা জানাই।

জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গে তুষারধসে দুই বিদেশী নাগরিকের মৃত্যু, নিরাপদে উদ্ধার ১৯ জন

শ্রীনগর, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার গুলমার্গে তুষারধসে প্রাণ হারালেন দু”জন বিদেশী নাগরিক। এছাড়াও ১৯ জন বিদেশী নাগরিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার গুলমার্গের স্কি রিসর্টের আফারওয়াত চূড়ায় তুষারধসের নীচে চাপা পড়ে অন্তত দু”জনের মৃত্যু হয়েছে। বারামুল্লা পুলিশ জানিয়েছে, উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার গুলমার্গের স্কি রিসর্টের আফারওয়াত চূড়ায় তুষারধসের নীচে চাপা পড়ে অন্তত দু”জনের মৃত্যু হয়েছে। খবর পাওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই শুরু হয় উদ্ধারকাজ।

পরিমল দে-র প্রয়াণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোক

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিশিষ্ট ফুটবলার পরিমল দের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি গতরাতে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক কিংবদন্তি ফুটবলার পরিমল দে ময়দানে ”জংলাদা” ও ”গ্ল্যামার বয়” নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭০ সালে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে তিনি নায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২০১৮-১৯ সালে ”বাংলার গৌরব” সম্মান প্রদান করে। এছাড়া তিনি ”জীবনকৃতী” সহ অজস্র সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে ক্রীড়া জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি পরিমল দের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।”

অসুস্থ বৃদ্ধাকে নিয়ে সমস্যায় মেট্রো রেলে

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বুধবার দমদমগামী মেট্রোতে এক বৃদ্ধাকে নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। আচমকা গুরতর অসুস্থ ওই বৃদ্ধার বাড়ির লোকের খোঁজে সামাজিক মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বেলা ১১ টা নাগাদ দমদমগামী মেট্রোতে এক বৃদ্ধা আচমকা গুরতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি তিনি প্রচন্ড ঘামছিলেন। ভদ্রমহিলা কানে কম শোনেন, অসুস্থতার কারণে কথা বলতে পারছেন না। সঙ্গে বাড়ির কেউ নেই। কোথায় বাড়ি নাম ঠিকানা কিছুই বলতে পারছেন না। এক সহযাত্রী সিপিআর (কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন) করে উনাকে কিছুটা জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করলে, কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু একটা কথাই বলেন 'আমার ছেলে মেয়ে কেউ আমাকে দেখে না'। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ কথা জানিয়ে তাঁর ছবি-সহ বারাকপুর সিটি পুলিশ এবং মেট্রো রেলকে যুক্ত করে রাজেশ সাহা ফেসবুকে লিখেছেন, “আজ মেট্রো কর্তৃপক্ষকে ফোন করে আরপিএফ এর সাহায্যে ওনাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। এই মুহূর্তে ইমারজেন্সিতে ভদ্রমহিলার চিকিৎসা চলছে। সম্ভবত উনার স্ট্রোক হয়েছে বলে চিকিৎসকরা আশঙ্কা করছেন। ওনার কাছে কোনও ফোন নাম্বারও নেই। অনেক কষ্টে ফিসফিস করে শুধু নাম বলতে পারলেন মঞ্জু দাস। একমাত্র ক্লু বলতে উনার ব্যাগে পাওয়া গেছে ২৩৪/১ এর একটি বাসের টিকিট। বাসটি যায় গল্ফগ্রিন থেকে বেলঘরিয়া পর্যন্ত। উনি আজকে দমদমে মেট্রোতেই উঠেছিলেন। ফলে আন্দাজ করা যায় তিনি বেলঘড়িয়া বা ওই পার্শবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা হলেও হতে পারেন। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং কলকাতা পুলিশের সাহায্যে ওনার বাড়ির ঠিকানা উদ্ধারের সম্পূর্ণ চেষ্টা চলছে। সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিককে জানানো হয়েছে বিষয়টি। কিন্তু এখনো আমরা সকলেই অধৈ জলে। তাই ফেসবুকে সবাইকে অনুরোধ করছি, কেউ এই ভদ্রমহিলাকে দেখে চিনতে পারলে দয়া করে নাম ঠিকানা জানান এবং এই বৃদ্ধাকে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে সাহায্য করুন।“

নেপাল থেকে গোরক্ষপুরে পৌঁছল দুটি দেব শিলাখণ্ড

গোরক্ষপুর (উত্তরপ্রদেশ), ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নেপালের কালী গণ্ডকী নদী থেকে প্রাপ্ত ছয় কোটি বছরের পুরন শালিগ্রাম পাথরের দুটি দেব শিলাখণ্ড গোরক্ষপুরে পৌঁছেছে। দেবশিলা রথ গোরক্ষনাথ মন্দিরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে মুখরিত হয় মন্দির চত্বর। আজ বুধবার দেব শিলা পূজা করবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এর পর রথটি অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই মঙ্গলবার অযোধ্যায় বলেন, দুটি দেব শিলাখণ্ডের আধ্যাত্মিক তাতর্য্য রয়েছে। তিনি বলেন, নেপালে কালী গণ্ডকী নামে একটি জলপ্রপাত রয়েছে। এটি দামোদর কুন্ড থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং গণ্ডকী থেকে প্রায় ৮৫ কিমি উত্তরে গণেশ্বর ধাম। এই দুটি দেব শিলাখণ্ড সেখান থেকে আনা হয়েছে। এই স্থানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। তিনি বলেন, গোরক্ষপুরে প্রার্থনা করার পরে, দুটি দেব শিলাখণ্ড ২ ফেব্রুয়ারি অযোধ্যা মন্দিরে হস্তান্তর করা হবে।

২০ টাকায় এক ঘন্টা জমিতে দেওয়া যাবে জল, মজিফুলের আবিষ্কারে উপকৃত কৃষকরা

চোপড়া, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিনের পর দিন ডিজেলের দাম বাড়তে থাকায় সমস্যায় পড়েছেন অনেক কৃষক। চাষের জমিতে জল দেওয়ার জন্য গুনতে হচ্ছে অনেক টাকা। সেই সমস্ত কৃষকদের কথা মাথায় রেখে অভিনব পাম্প চালিয়ে তাক লাগিয়েছেন মজিফুল ইসলাম। মজিফুল আদতে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের ঘিরনীগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলিক পাড়া এলাকার বাসিন্দা। গ্যাস দিয়ে জলের পাম্প চালিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। মজিফুল নিজেও পেশায় একজন কৃষক।

মজিফুল জানিয়েছেন, দিনের পর দিন তেলের দাম বাড়তে থাকায় সমস্যায় পড়েছেন আমার মতো অনেক কৃষক। তাই নিজের কথা ও অন্যান্য চাষিদের কথা ভেবে গ্যাস দিয়েই চালানো যাবে এমন পাম্প তৈরি করেন তিনি। এখন তিনি নিজের জমি ও এলাকার চাষিদের জমিতে সেই পাম্প দিয়ে জল দিচ্ছেন। মাত্র ২০ টাকা খরচে এক ঘন্টা জমিতে জল দিচ্ছে এই অভিনব পাম্প। মজিফুলের আবিষ্কারে খুশি স্থানীয় কৃষকরা।

পারদের ওঠানামা লেগেই রয়েছে, শীতের আমেজও উধাও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শীতের আমেজ একটুও নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বরং ঘন ঘন ওঠানামা করছে তাপমাত্রার পারদ। কখনও তাপমাত্রা বাড়ছে, কখনও আবার এক ধাক্কায় কমে যাচ্ছে। বুধবারও তাপমাত্রার পারদের ওঠানামা অব্যাহত। এদিন তাপমাত্রার পারদ একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল, কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ ডিগ্রি বেশি।

শীত যে একেবারেই মালুম হচ্ছে না, তা কিন্তু নয়! ভোরে ও রাতের দিকে হালকা ঠান্ডা থাকছে, তবে কলকাতায় নয় গ্রাম বাংলায়। এদিনও ভোরের দিকে হালকা শীত মালুম হয়েছে, যদিও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠান্ডা উধাও হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। শীতের এই বিদায় বেলায় অবশ্য সুখবর দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফের আবহাওয়ার ক্ষণিক পরিবর্তন হতে পারে, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাব কাটলেই আগামী কয়েক দিন শীতের আমেজ কিছুটা ফিরতে পারে।

চিরাচরিত “বই খাতা” নয়, এবারও ট্যাব থেকেই বাজেট বক্তৃতা নির্মলার

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চিরাচরিত ”বই খাতা” নয়, এবারও ট্যাব থেকেই বাজেট ভাষণ দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এ নিয়ে পঞ্চমবার সাধারণ বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারমন। করোনা-আবহে ২০২১ সালে প্রথমবার পেপারলেস বাজেট পেশ করেছিলেন তিনি। চিরাচরিত প্রথা ভেঙে 'বহি-খাতা'-র বদলে সংসদে হাজির হয়েছিলেন ট্যাব নিয়ে। ২০২২ সালেও ট্যাব থেকেই বাজেট ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। এবারও অন্যথা হল না, বুধবার নির্মলা 'বহি-খাতা'র পরিবর্তে ট্যাবের মাধ্যমে বাজেট পেশ করলেন।

বুধবার সকালে নিজ বাসভবন থেকে সর্বপ্রথম অর্থমন্ত্রকে পৌঁছন নির্মলা, এরপর হাতে ট্যাব নিয়ে তিনি সোজা চলে যান রাষ্ট্রপতি ভবনে। নির্মলার সঙ্গেই রাষ্ট্রপতি ভবনে যান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ ভগবত কিষাণরাও কারাদ, পঙ্কজ চৌধুরী এবং অর্থমন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর নির্মলা পৌঁছন সংসদে। সংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়, বাজেট পেশ হওয়ার আগে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি প্রমুখ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর সংসদে বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

মথুরায় পোশাকের শোরুমে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, দমকলের তৎপরতায় আয়ত্তে এল আগুন

মথুরা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মথুরায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি পোশাকের শোরুমে। বিধংসী আগুনের লেলিহান শিখায় শোরুমটি পুড়ে গিয়েছে। সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকান্ডে কেউ হতাহত হননি। শোরুমের কাছে অবস্থিত একটি হোটেলের মালিক শ্যাম সিংহল জানিয়েছেন, 'সময়ের মধ্যেই আগুন নেভাতে আসে দমকলের ইঞ্জিন। যদিও, শোরুমটি পুরোপুরি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।'

বুধবার ভোররাতে দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রাতে আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছে যায় দমকলের ৬-৭টি ইঞ্জিন। বহুতলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলে আগুন লাগে, দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পার্শবর্তী ভবনে আগুনে ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হয়নি।'

গোপাল, তাপস ও কুন্তলকে দীর্ঘক্ষণ জেরা ইডি-র, ৭ দিনের মধ্যে সমস্ত নথি জমা দিতে নির্দেশ

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে গোপাল দলপতি, তাপস মণ্ডল এবং কুন্তল ঘোষকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করল প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)। প্রায় ১২ ঘন্টা জেরার শেষে বুধবার ভোররাত ১.২০ মিনিট নাগাদ তাপস ও গোপালকে ইডি-র দফতর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। ইডি সূত্রের খবর, গোপালের কাছে বেশ কিছু নথি চেয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। আগামী ৭ দিনের মধ্যে সেই সমস্ত নথি জমা করতে বলা হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে ইডি-র মুখোমুখি হতে মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে একসঙ্গে হাজির হন গোপাল এবং তাপস। বুধবার ভোররাতে দু'জনকে ইডির অফিস থেকে বার হতে দেখা যায়। গোপাল দলপতি, তাপস মণ্ডল এবং কুন্তল ঘোষকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি-র আধিকারিকরা। ইডি-র দফতর থেকে বেরোনোর সময় তাপস ও গোপাল উভয়েই দাবি করেন, তাঁরা তদন্তে সহযোগিতা করছেন।

ঘন কুয়াশা থেকে রেহাই পাচ্ছে না দিল্লি, দৃশ্যমানতার অভাবে ১০টি ট্রেন চলল দেরিতে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রয়ারি (হি.স.): কুয়াশা থেকে রেহাই পাচ্ছেই না রাজধানী দিল্লি, ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতার অভাবে বুধবারও দেরিতে চলল ট্রেন। বুধবার উত্তর ভারত অঞ্চলে ১০টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। এই ১০টি ট্রেনের মধ্যে রয়েছে আজমগড়-দিল্লি কৈফিয়ত এক্সপ্রেস, এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল-নতুন দিল্লি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস, বিশাখাপত্তনম-নতুন দিল্লিও অন্ধ্রপ্রদেশ এক্সপ্রেস প্রভৃতি। এছাড়াও কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল হাওড়া-নতুন দিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেসও দেরিতে চলেছে।

কুয়াশার মধ্যেও শীতের দাপট রয়েছে দিল্লিতে। বুধবার সকালে দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই তাপমাত্রা স্বাভাবিক। দিল্লির বাতাসে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এদিন দিল্লির বাতাসের গুণগতমান ছিল ১৫৬। সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ আপেক্ষিক আর্দতা ছিল ১০০ শতাংশ।

পেশাদারিত্ব ও ভারতের উপকূলকে নিরাপদ রাখার প্রয়াসের জন্য সুপরিচিত উপকূলরক্ষী বাহিনী : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): স্থাপনা দিবসে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পেশাদারিত্ব ও ভারতের উপকূলকে নিরাপদ রাখার প্রয়াসের জন্য সুপরিচিত উপকূলরক্ষী বাহিনী। ৪৭ তম স্থাপনা দিবসে উপকূলরক্ষী বাহিনীর সমস্ত সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১ ফেব্রুয়ারি দিনটি ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর স্থাপনা দিবস হিসেবে পালিত হয়। বুধবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'স্থাপনা দিবসে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীকে শুভেচ্ছা। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী নিজস্ব পেশাদারিত্ব এবং আমাদের উপকূলকে নিরাপদ রাখার প্রচেষ্টার জন্য পরিচিত। আমি তাঁদের ভবিষ্যত প্রচেষ্টার জন্য শুভেচ্ছা জানাই।'

উপকূলরক্ষী বাহিনীকে শুভেচ্ছা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, উপকূল সুরক্ষায় বাহিনীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): স্থাপনা দিবসে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীকে কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতীয় উপকূলের সুরক্ষার প্রতি উপকূলরক্ষী বাহিনীর অতুলনীয় অঙ্গীকারকে কুর্নিশ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ১ ফেব্রুয়ারি দিনটি ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর স্থাপনা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

বুধবার সকালে টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'স্থাপনা দিবসে উপকূলরক্ষী বাহিনীর সমস্ত সদস্যকে শুভেচ্ছা। ভারতের সামুদ্রিক সুরক্ষায় প্রতিরোধ লাইন হিসাবে নিজেদের অর্পণ করে দেশের সেবায় নিজেদের অঙ্গীকার দিয়ে তাঁরা অনুপ্রাণিত করেন। তাঁদের দেশপ্রেমের অদম্য চেতনাকে আমি কুর্নিশ জানাই।'

ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতি, ব্যহত পরিষেবা

ডায়মন্ড হারবার, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বকেয়া পিএফ-সহ একাধিক দাবিতে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে বুধবার সকাল থেকেই কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছেন হাসপাতালের প্রায় শতাধিক অস্থায়ী কর্মী। তাঁদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে তারা ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী পদে ২০১৭ সাল থেকে কাজ করছেন, কোভিড পরিস্থিতি থেকে শুরু এখনও হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছেন তাঁরা। কিন্তু তারপরেও ন্যায্য দাবি থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত হয়েছেন সকলে, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের পিএফ বকেয়া রয়েছে। নিজেদের একাধিক দাবি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই নিজেদের দাবি নিয়ে বুধবার কর্মবিরতিতে বসেন সকলে।

অস্থায়ী কর্মীদের অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের কোনও দায়ভার নিতে চাইছে না। অন্যদিকে, নতুন কোম্পানির মাধ্যমে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বেতন আগের থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। আর এই সব কারণে বুধবার সকাল থেকেই কর্মবিরতির পথে প্রায় শতাধিক অস্থায়ী কর্মী। কর্মবিরতির জেরে সকাল থেকেই ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। একদিকে চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতি, অন্যদিকে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে অসুবিধার সম্মুখীন হাসপাতালে আসা রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজন।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩; বাড়ল সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও, থেমেছে মৃত্যুও

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ আপাতত ১০০-র নীচেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮৮ জন, নতুন করে কারও মৃত্যু না হওয়ায় ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ৫,৩০,৭৪০।

দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৭৮৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫০,৩৭২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮২,৮৬৮-এ পৌঁছেছে। এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৭৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৫১,১৩,৯৭৩। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৫৯,০৬৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মোদীকে আমেরিকা সফরের আমন্ত্রণ বাইডেনের, চলতি বছরেই মুখোমুখি হতে পারেন দুই রাষ্ট্রনেতা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমেরিকা সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চলতি বছরের জুন-জুলাই মাস নাগাদ মুখোমুখি হতে পারেন এই দুই রাষ্ট্রনেতা। সূত্রের খবর, বাইডেনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফর নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। চলতি বছরের জুন অথবা জুলাইয়ের মধ্যে উপযুক্ত দিন দেখে আমেরিকায় মোদী-বাইডেনের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে ভারত। জি-২০ নিয়ে অনেক কর্মসূচি এবং সম্মেলনের আয়োজন করবে ভারত। সেখানে প্রতিনিধি দেশগুলির প্রধানদের মতো বাইডেনেরও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই আবহে বাইডেনের তরফে মোদীকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ জানানো বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পুণে-তে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় মৃত ৪, আহত কমপক্ষে ১৫ জন

পুণে, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে-তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারল একটি বাস। বুধবার ভোরের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন। হতাহতরা বাসের যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুণে জেলায় পুণে-সোলাপুর হাইওয়ের ওপর ইয়াভাত গ্রামের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ পুণে-সোলাপুর হাইওয়ের ওপর ইয়াভাত গ্রামের কাছে রাস্তার দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে একটি বাস। সংঘর্ষের জেরে বাসের সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন ও ১৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আহত ১৫ জন বিপদমুক্ত।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এই আটাই রক্তে গ্লুকোজ আর কোলেস্টেরল শোষণ করে শরীর রাখবে চাঙ্গা

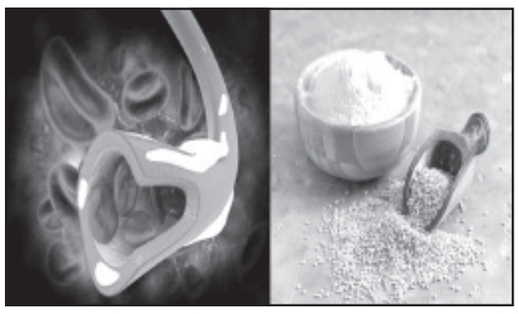

রুটি তৈরি করতে অধিকাংশ বাড়িতেই গমের আটা ব্যবহার করা হয়। যদিও শীতের দিনে অনেকেই বাড়িতে ভুট্টা আর বাজরার আটা ব্যবহার করেন। গমের আটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভাল। তবে যাঁদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে তাঁদের মাল্টিগ্রেন আটা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা থাকলেও বাজরা, জোয়ারের আটা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

আজকাল আরও একটি আটার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তা হল চেস্টনাট আটা। শুধু গ্রাম নয়, শহরেও খুব জনপ্রিয় হল পানিফল। লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদে এই ফল থাকবেই। পানিফলের থেকে তৈরি আটাও শরীরের জন্য খুব ভাল। এমনিই পানিফলের মধ্যে ক্যালোরি একেবারেই নেই। সেই সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট থাকে কম। তুলনায় বেশি পরিমাণে থাকে ফাইবার, প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, ভিটামিন বি ৬, রাইবোফ্ল্যাভিন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই চেস্টনাট আটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, সেই সঙ্গে রক্তে শর্করার পরিমাণও রাখে নিয়ন্ত্রণে। তবে কেন খাবেন এই পানিফলের তৈরি আটা?

পানিফলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। সেই সঙ্গে ক্যালোরি একেবারেই নেই। নিয়মিত ভাবে এই পানিফলের আটার থেকে তৈরি রুটি খেলে ওজন কমে। যেহেতু ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে তাই অনেকক্ষণ সময়ের জন্য পেট ভর্তি থাকে। আর পেট ভর্তি থাকলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত খিদে পায় না। যার ফলে তাড়াতাড়ি ওজন কমে যায়।

ফাইবার বেশি থাকে বলেই রক্তশর্করাও থাকে নিয়ন্ত্রণে। এই পানিফলের মধ্যে থাকে প্রচুর ফাইবার। যা ধীরে ধীরে রক্তে স্টার্চ শোষণ করে। কোনও সুস্থ মানুষেরই রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। এছাড়াও এর মধ্যে থাকে ফাইবার, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন বি ৬, রাইবোফ্ল্যাভিন, কপার। যা শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। সেই সঙ্গে যে কোনও সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

পাচনতন্ত্র অর্থাতহজমের যে কোনও সমস্যাতেও কার্যকরী হল এই পানিফলের আটা। ফাইবার থাকায় রোজ এই আটার রুটি খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা মেটে। পাইলস, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমের সমস্যাতেও কাজে আসে এই আটা। চেস্টনাট আটার মধ্যে রয়েছে ভিটামিন বি ৬, যা মেজাজ ভাল রাখতে সাহায্য করে। মোদ্দাকথা স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে থাকে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে এই আটা। মোদ্দাকথা স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে থাকে।চেস্টনাটের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। থাকে ফেরুলিক অ্যাসিড। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যানসার দমন করতে সাহায্য করে। বিশেষ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে ফেরুলিক অ্যাসিড স্তন ক্যানসারের বৃদ্ধি একেবারে রুখে দেয়।

বয়স ৩০ পেরোলেই রান্নাঘরে রাখা এই সব খাবার রোজ খান

আগে বয়স হলে তখনই স্মৃতিভ্রমের সমস্যা হত। বার্ধক্যের অন্যতম লক্ষণ হল এই স্মৃতিভ্রম। তবে আজকাল আর বয়সের জন্য কোনও কিছু আটকে থাকে না। একদম কম বয়স থেকেই যেমন দেখা দিচ্ছে ডায়াবেটিসের মত সমস্যা তেমনই জাঁকিয়ে বসছে উচ্চ রক্তচাপও। ৩০ বছর বয়স থেকেই আজকাল কমতে থাকে স্মৃতিশক্তি। ভুলে যাওয়ার সমস্যা এখন প্রায় সকলের মধ্যেই।

সেই সঙ্গে আরও নানা শারীরিক সমস্যা তো থাকেই। আর তাই রান্নাঘরে থাকা এই সব উপাদানেই ভরসা রাখতে পরামর্শ পুষ্টিবিদদের।

কফি- কফির মধ্যে থাকা ক্যাফেইন শরীরের অনেক উপকারে লাগে। এছাড়াও বেশ কিছু গবেষণা বলছে নিয়মিত ভাবে কফি খেলে মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে। মন মেজাজ ঠিক রাখে। সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে কফি। তবে কফি খুব বেশি খাবেন না। এতে রাতে ঘুমের সমস্যা হয়। সেই সঙ্গে দুধ-চিনি দিয়ে কফিও সব সময় খাবেন না। থ্রিন কফি খেলে চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কিন্তু একেবারেই নয়।

হলুদ- সব বাড়ির রান্নাঘরে হলুদ থাকে। হলুদের মধ্যে রয়েছে কারকিউমিন যা আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ডিপ্রেশন রুখতেও কাজে আসে হলুদ। এছাড়াও শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও ভূমিকা রয়েছে হলুদের।

ফুলকপি- ফুলকপি, বাঁধাকপির মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন কে। যা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। যে কারণে শীতে রোজ অল্প পরিমাণে ফুলকপি, ব্রকলি এসব খেতে পারলে খুবই ভাল। তবে থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে বাঁধাকপি এড়িয়ে চলতে বলা হয়।

কুমড়োর বীজ- কুমড়োর বীজের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা মস্তিষ্ককে ক্ষতিকর কোষের হাত থেকে রক্ষা করে। সেই সঙ্গে কুমড়োর বীজে থাকে দস্তা, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, আয়রনের মতো পুষ্টিকর কিছু উপাদান। যে কারণে রোজ কুমড়োর বীজ খেতে পারলে খুবই ভাল।

কমলালেবু- শীতের দিনে বাজারে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু পাওয়া যায়। আর কমলালেবুর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে থাকে ভিটামিন সি। যা আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, একাগ্রতা বাড়ায়। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ করতেও তা সাহায্য করে। যে সব খাবারে যত বেশি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে তা শরীরের জন্য সবচেয়ে ভাল। আর তাই সব সময় চেষ্টা করুন রঙিন ফল খেতে। গাজর, ব্রকোলি, কমলা এসব যত বেশি খাবেন ততই ভাল।

হাড় শক্তিশালী করার জন্য দুধের প্রয়োজন

হাড় শক্তিশালী করার জন্য দুধের প্রয়োজন। দুধের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি। আর তাই নিয়মিত ভাবে দুধ খেতে পারলে ভাল। দুধের মধ্যে থাকে ভিটামিন বি ১২, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি, প্রোটিন, পটাশিয়াম, ফসফরাস। অনিদ্রা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, দাঁতের সমস্যা এবং হাড় দুর্বল হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে দুধ খেলে কাজে আসবে।

তবে দুধও পরিমাণে খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত দুধ খেলে সেখান থেকেও হতে পারে সমস্যা।

দিনে কতটা পরিমাণ দুধ খেতে পারেন? পর্যাপ্ত ক্যালশিয়াম পেতে শিশুদের দিনে ২-৩ কাপ দুধ অর্থাত৪০০-৫০০ গ্রাম দুধ খাওয়া যেতে পারে। প্রাপ্তবয়স্করা দিনে ২ গ্লাস পর্যন্ত দুধ খেতে পারেন। তবে তিনগ্লাসের বেশি দুধ খেলে হাড় দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও হজমেও সমস্যা হয়। সুইডিশের একটি সমীক্ষা অনুসারে প্রতিদিন তিনগ্লাসের বেশি দুধ খেলে মহিলাদের মধ্যে মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। অতিরিক্ত দুধ আবার শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়। অতিরিক্ত খেলে গ্যাস, পেটে ফোলাভাব, ডায়ারিয়া, হজমের সমস্যাও দেখা যায়। যাঁদের দুধে অ্যালার্জি রয়েছে তাঁদের দুধ বিষের মত কাজ করে। তবে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালশিয়ামের জন্য দুধের সঙ্গে পনির, দই, সবুদ শাক, সয়াবিন, ডুমুর, ব্রকোলি, কমলালেবু এসব বেশি করে খেতে হবে।

যে সব প্রশ্ন সকলের মনেই ঘোরাফেরা করে

সেরা দুধ কোনটি?

গোরুর দুধই সবচাইতে বেশি স্বাস্থ্যকর। মহিষের দুধে প্রোটিন আর চর্বি দুই থাকে। সব সময় ফ্যাট ফ্রি দুধ খাওয়ার চেষ্টা করুন।

কোন সময় দুধ খাবেন? রাতে দুধ খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। আর তাই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে দুধ খেলে সবচাইতে ভাল। এতে পরদিন সকালে পেটও ঠিকমতো পরিষ্কার হয়ে যায়।

কাঁচা দুধ কি খাওয়া যায়?

কাঁচা দুধ খাদ্যে বিষক্রিয়ার পরিমাণ বাড়ায়। আর তাই দুধ না ফুটিয়ে কিছুতেই খাবেন না। কাঁচা দুধ খেলে পেট খারাপ হয়েযায়।

খালি পেটে দুধ খেলে কী কী সুবিধে পাওয়া যায়? খালিপেটে দুধ খেলে পরিপাকতন্ত্র শক্তিশালী হয়। সেই সঙ্গে সারাদিন এনার্জিও থাকে ভরপুর। এছাড়াও দুধ আর চিয়াসিড মিশিয়ে খেলে ওজন কমে তাড়াতাড়ি। মনে রাখবেন অতিরিক্ত কোনও কিছু একেবারেই নয়। বেশি দুধ খেলেও হাড় গলে যেতে পারে।

শীতে ভাল-মন্দ খাওয়ার ইচ্ছে বাড়ে

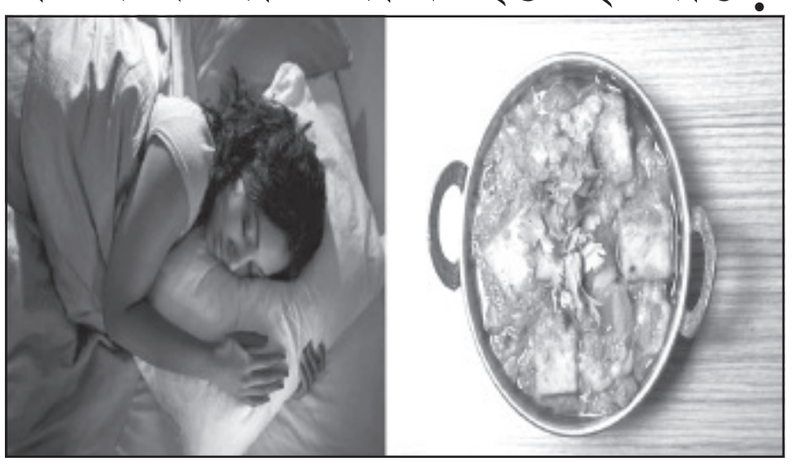

শীতের দিনে খিদে একটু বেশিই পায়। আর শীতে ভাল মন্দ খাওয়া তুলনায় বেশি হয়। এছাড়াও শীতে ভাল-মন্দ খাওয়ার ইচ্ছে বাড়ে। পিঠেপুলি, কড়াইশুটির কচুরি, আলুর দম এসব হতেই থাকে বাড়িতে। কোনও খাওয়ারের প্রতি বিশেষ লোভ হলে তখনই সেই খাবার খেতে ইচ্ছে করে। এবার বেশি খাওয়া হয়ে গেলে রাতে মোটেই ঘুম আসতে চায় না।

আর হজমের সমস্যা হলে ঘুম আসতেও দেরী হয়। আর তাই শীতের রাতে কিছু খাবার থাকে যা এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল। কারণ শীতে সংক্রমণ জনিত বিভিন্ন সমস্যাও বাড়ে। আর তাই যে সব খাবার শীতে একেবারেই এড়িয়ে চলবেন তা হল-

টমেটো- ঘুমনোর আগে টমেটো না খাওয়াই ভাল। টমেটোর মধ্যে অম্লত্ব বেশি থাকায় তা টক হয়। টমেটোর মধ্যে থাকে টাইরামিন। আর তাই টমেটো খেলে হজমের সমস্যা হয়। বদহজম হলে ঘুমও দেরিতে আসে। টমেটোর মধ্যে থাকে এক ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড। যা মস্তিষ্কের কার্যকলাপ বাড়ায় এবং ঘুমে বাধা দেয়।

ব্রকলি- শীতেই সবচাইতে বেশি ব্রকোলি পাওয়া যায়। ব্রকোলি আর ফুলকপির মধ্যে ট্রিপটোফেন থাকে যা ঘুমোতে সাহায্য করে। তবে এই সবজিটি কাঁচা খেলে সেখান থেকেও সমস্যা হতে পারে। ব্রকলির মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যে কারণে তা হজম হতে বেশি সময় লাগে। রাতে তাই ফুলকপির তরকারি কিংবা ব্রকোলির স্যুপ খাবেন না।

মশলাদার খাবার- যে কোনও মশলাদার খাবার বদহজম আর অ্যাসিডিটি ঘটাতে বাধ্য। শীতের রাতে মশলাদার খাবার খেতে বেশি ইচ্ছে করে। এই সব খাবার খেলে বুক, গলা জ্বালা করতে থাকে। মশলাদার খাবার খেলে তাই গরম বেশি লাগে। ফলে ঘুমের উপরেও সেই প্রভাব পড়ে।

চিকেন- এই এমন একটি খাবার যা যখন দেওয়া হয় তখনই খেতে ইচ্ছে করে। কাবাব, তন্দুরি, ঝাল, ঝোল যে ভাবে খুশি বানিয়ে খাওয়া যেতে পারে। চিকেনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে। থকে অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন যা মস্তিষ্কের কার্যকলাপ বাড়িয়ে দেয়। ঘুমের সময় শরীর শান্ত রাখা দরকার।

পনির- পনিরের মধ্যেও থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরামাইন। যা মস্তিষ্ককে দীর্ঘ সময় সক্রিয় রাখে। এছাড়াও থাকে প্রোটিন। মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে থাকা মোটেও কাজের কথা নয়। আর তাই পনির এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল।

খেজুরের রস হল প্রাকৃতিক এনার্জি ড্রিংক

কিছু এমন জিনিস থাকে যার স্বাদ শীত ছাড়া পাওয়া যায় না। নতুন গুড়, পায়েস, পিঠে, খেজুর গুড়, নবান্নের স্বাদ পাওয়া যায় বছরের মাত্র একটা সময়েই। শীতের সকালে আরও একটি জিনিস মন কাড়ে, তা হল খেজুরের রস। টাটকা খেজুরের রসের মজাটাই আলাদা। খেজিরের রসে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

থাকে বিভিন্ন রকম প্রোটিন, খনিজ, ভিটামিন, আয়রন, ফুকটোজ, গ্লুকোজ, সোডিয়াম আর পটাশিয়াম। যে কারণে নিয়মিত ভাবে খেজুরের রস খেতে পারলে তা শরীরের জন্য খুব ভাল। শীতের দিনে শরীরে ক্লান্তি ভাব একটু বেশি থাকে। এছাড়াও সর্দি, কাশি, পেটের সমস্যা এবং নানা সংক্রমণজনিত সমস্যার কারণে শরীরও একটু কমজোরি থাকে। আর সেক্ষেত্রে খুব কাজে আসে এই খেজুরের রস। খেজুরের রস হল প্রাকৃতিক এনার্জি ড্রিংক। খেজুরের রসে থাকে প্রচুর পরিমাণ শর্করা, সেই সঙ্গে রয়েছে জলও। ফলে একগ্লাস রস খেলে যেমন শরীরে জলের চাহিদা পূরণ হয় তেমনই শরীরে খনিজের মধ্যেও ভারসাম্য বজায় থাকে। একই সঙ্গে খেজুরের রসে থাকে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম। যা শরীরের ক্লান্তি দূর করে। খেজুর রস শরীর আর মনও চনমনে রাখে।

খেজুরের রসে থাকে প্রচুর পরিমাণ আয়রন, ফলে রক্তাল্পতা দূর করতেও ভীষণ ভাবে সাহায্য করে। তবে অ্যানিমিয়ার সমস্যা থাকলে প্রতিদিন এক টুকরো পাটালি গুড় বা ঝোলা গুড় খেলে খুব ভাল কাজ হয়। খেজুরের রস কিন্তু শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। শীতের দিনে সর্দি-কাশি সারাতে, এবং শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দিতে খেজুরের রসের জুড়ি মেলা ভার। খেজুরের রসের মধ্যে থাকা ক্যালশিয়াম হাড় শক্ত করতে সাহায্য করে। খেজুরের রসের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম। যা বিপাক ক্রিয়া বাড়ায়। যার ফলে শরীরে বাড়তি চর্বিও জমে না।

খেজুর রসের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। ফলে খাবার তাড়াতাড়ি হজম হয়। মল নরম হয়। শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা রুখতেও খুব ভাল কাজ করে খেজুরের রস। একই সঙ্গে খাবার দ্রুত হজম করতেও সাহায্য করে এই খেজুরের রস। খেজুরের রস কখনই কিন্তু কাঁচা খাবেন না। কারণ কাঁচা রসে পোকামাকড় থাকতে পারে। আর তাই খেজুরের রস ভাল করে জ্বাল দিয়ে তবেই খাবেন।

গাজরের হালুয়া, শীতের রোগ দূরে থাকবে

শীতে গাজরের হালুয়া খেতে ভালবাসেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভারতীয় মিষ্টির এমনিও জুড়ি মেলা ভার। আর সেখানে এই মরশুমে গাজরের হালুয়া প্রায় প্রতিটা বাড়িতেই রন্ধিত হয়। ঠান্ডার দিনে এমন ডেজার্ট পাতে পড়লে মন ভাল হয়ে যায়। গাজরের হালুয়া যে শুধু সুস্বাদু, তা নয়। স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যও প্রদান করে গাজরের হালুয়া। অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ, মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়েও স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা যায়। আর সেখানে যদি গাজরের হালুয়া হয়, তাহলে উপকার মিলবে গুণে গুণে। গাজরে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন রয়েছে, যা ভিটামিন এ-এর উত। পাশাপাশি এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। চোখ, ত্বক ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয় গাজর। শীতে সংক্রমণের হাত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে গাজর ভীষণ উপকারী। এছাড়া, গাজরের হালুয়া তৈরিতে ঘি ব্যবহার করা হয়, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্য ও শরীরে ব্যথা-যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে। আর হালুয়াতে দুধ ব্যবহার করা হয়, যা শরীরে ক্যালশিয়াম সহ নানা পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে। গাজরের হালুয়া খেয়ে আপনি ওজনও কমিয়ে ফেলতে পারেন। কারণ এতে রয়েছে ফাইবার। এমনকী কমিয়ে ফেলতে পারেন ক্যানসারের ঝুঁকি। কিন্তু আপনি যদি গাজরের হালুয়াতে চিনি ব্যবহার করেন, তাহলে এই সব উপকারিতা জলে যাবে। চিনি শরীরের জন্য বিষ। এবার আপনার মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, চিনি ছাড়া গাজরের হালুয়া বানাবেন কীভাবে। এরও স্বাস্থ্যকর সমাধান রয়েছে আমাদের কাছে। চিনি বাদ দিয়ে গাজরের হালুয়া তৈরিতে গুড় ব্যবহার করুন। গুড় দিয়ে কীভাবে গাজরের হালুয়া রাঁধবেন, দেখে নিন গাজরের হালুয়া তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ: ৫০০ গ্রাম গাজর, ১/২ লিটার দুধ, ৬০ গ্রাম ঘি, ১/২ চা চামচ দারুচিনির গুঁড়ো, ২টো ছোট এলাচ, ১০০ গ্রাম গুড়, ১৫০ গ্রাম খোয়া, এক মুঠো কাজু ও কিশমিশ। গাজরের হালুয়া তৈরি করার সহজ পদ্ধতি গাজরগুলো ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার কুচি কুচি করে কাটতে পারেন। তবে গ্রেট করলে গাজরের হালুয়া সবচেয়ে ভাল হয়। গাজর কুচিয়ে ফেলার পর জল ছড়িয়ে নেবেন। এবার একটি সসপ্যানে দুধ গরম বসান। দুধে এলাচ থেঁতো করে ফেলে দিন। দুধ জ্বাল দেওয়া হলে এতে কুচিয়ে রাখা গাজরটা দিয়ে দিন। খেয়াল রাখুন যাতে দুধ অতিরিক্ত ঘন না হয়ে যায়। এবার এতে গুড় মিশিয়ে দিন। ছোট একটি কড়াইতে ঘি গরম করুন। এতে দারচিনি গুঁড়ো দিয়ে দিন। এরপর এতে খোয়া কুচিয়ে দিয়ে দিন। এবার এটা দুধ ও গাজরের মিশ্রণে দিয়ে দিন। ঘন না হওয়া অবধি ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। উপর দিয়ে কাজু, কিশমিশ, আমন্ড ছড়িয়ে দিন।

পাতলা মাটনের ঝোল

সুস্থ থাকতে রেডমিট এড়িয়ে যেতে পারলেই ভাল। কারণ এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালোরি। এই ক্যালোরি পুরোপুরি জমা হয় ধমনীতে। আর এর ফলে হার্টের সমস্যা আসে। থেকে যায় হার্ট ফেলিওয়ের সম্ভাবনাও। এছাড়াও নিয়মিত ভাবে মাটন খেলে একাধিক রোগ সমস্যাও জাঁকিয়ে বসে শরীরে। আর তাই মাটন এড়িয়ে যেতে পারলেই সবচাইতে ভাল।

তবে এর স্বাদের জন্য অধিকাংশ জন মাটনের লোভ এড়াতে পারেন না। মাটন বিরিয়ানি, রেজালা, টিক্কা, কাবাব, রোল এসব চলতেই থাকে। আজ থেকে ৩০ বছর আগে রবিবার মানেই বাঙালির বাড়িতে ধরাবাঁধা ছিল খাসির ঝোল। গরম ভাত, পাতিলেবু আর আলু দেওয়া ধোঁওয়া ওঠা মাটনের স্বাদই ছিল আলাদা। চিকেনকে অনেকেই মাংস হিসেবে গণ্য করতেন না। যদিও বর্তমানে এই ভাবনায় এসেছে বদল। মটনের পরিবর্তে জিভ বেশি অভ্যস্ত হয়েছে চিকেনেই।

মাটন খেলে পরিমাণে খেতে হবে। সপ্তাহে একদিন খেলেও ছোট ২ পিসের বেশি নয়। আর এই শীতকালে ঠাণ্ডা লাগা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এই সব সমস্যা লেগেই থাকে। নাক দিয়ে জল পড়া, সর্দি, কাশি ঠেকাতে খুব ভাল ওষুধ হল মাটনের ঝোল। তেল মশলা ছাড়া একেবারে হালকা-পাতলা ঝোল বানিয়ে নিন এই ভাবে। যা কিছু লাগছে মাটনের ঝোল বানাতে ছোট মাটনের টুকরো- ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম,সাদা তেল- এক চামচ,আদা কুচি- হাফ চামচ, রসুন- ১০ কোয়া, গোটা গরম মশলা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, যেভাবে বানাবেন মাটনের টুকরো খুব ভাল করে ধুয়ে নিন। প্রেসারে এক চামচ সাদা তেল দিয়ে ওর মধ্যে লবঙ্গ, এলাচ, স্টার অ্যানিস, গোলমরিচ, তেজপাতা দিয়ে একবাটি পেঁয়াজের স্লাইস মিশিয়ে দিতে হবে। এবার পেঁয়াজে বাদামী রং ধরলে মাটনের টুকরো মিশিয়ে দিন। ধনেপাতা, রসুন আর আদা একসঙ্গে বেটে নিয়ে মিশিয়ে নিন। স্বাদমতো নুন, হলুদ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলাগুঁড়ো আর লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে কষাতে থাকুন। ২ গ্লাস মেপে জল দিন। এতে মাটন সিদ্ধ হয়ে যাবে। ফুটে উঠলে উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে মাটনের এই ঝোল খেতে খুব ভাল লাগে। আদা, রসুন আর গোলমরিচ ব্যবহার করায় তা শরীরের জন্য উপকারী।

অরেঞ্জ চিকেন

বঙ্গে এখন হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। শীতের এই আমেজ উপভোগ করছেন নিশ্চয়ই। পারদ কমলেও মিঠে রোদে পিঠে দিয়ে বসতেও ভাল লাগছে। তার সঙ্গে রয়েছে কমলালেবুর সুবাস। শীত মানেই বাজারভর্তি কমলালেবু। কিন্তু সমস্যা হল, অনেক সময়ই এই কমলালেবুর স্বাদ টক হয়। সেটা খাওয়া যায় না। কিন্তু দাম দিয়ে ফল কেনার পর সেটা ফেলা দিতেও মন চায় না।

তবে, কমলালেবু দিয়ে নানা ধরনের পদ রেঁধে নেওয়া যায়। নতুন বছরের শুরুতে কমলালেবু দিয়ে নতুন কোনও পদ তৈরির চিন্তাভাবনা করেছেন কি?

রবিবারের দুপুরে আপনি কমলালেবু দিয়ে চিকেন রেঁধে নিতে পারেন। মধ্যবিত্তের রবিবারের ভূরিভোজে মাংসের একটা পদ থাকেই। কিন্তু নিয়মিত চিকেন কারি খেতে কারও ভাল লাগে না। এখন যেহেতু শীতের মরশুম আর হেঁশেলে টক কমলালেবুগুলো পরে পরে পচে যাচ্ছে, তাহলে বুদ্ধি কাজে লাগান। এই সুযোগে অরেঞ্জ চিকেন বানিয়ে নিন। এই পদ খেতেও হবে অন্যরকম। আর রান্নাতেও বেশি ঝক্কি নেই। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক অরেঞ্জ চিকেনের সহজ রেসিপি।

অরেঞ্জ চিকেন তৈরি করার পদ্ধতি:

একটা বড় কাপে ২ চামচ কমলালেবু রস, ২ চামচ পাতিলেবুর রস, ১ চা চামচ কমলালেবুর খোসার কুচি বা জেস্ট, ১/৩ কাপ রাইস ওয়াইন ভিনিগার, ১ চামচ তিলের তেল, ১ চামচ রসুন ও কাঁচা লঙ্কা বাটা, ৪-৫টা লাল লঙ্কা কুচি কুচি করে কাটা, ১ ইঞ্চি আদা সরু করে কাটা, ১ চামচ সোয়া সস, স্বাদ অনুযায়ী নুন ও গোল মরিচ নিন। উপকরণগুলো ভাল করে মিশিয়ে নিন। এই সসটা আলাদা করে রাখুন।

২ টেবল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার, ১ টেবল চামচ সয়া সস, নুন ও গোলমরিচ দিয়ে চিকেন ম্যারিনেড করে রাখুন। মিনিট ৩০ রাখলেই হবে। এবার সামান্য সাদা তেল গরম করে তাতে চিকেনের টুকরোগুলো ভেজে নিন। চিকেনটা তুলে নিয়ে ওই তেলেই কমলালেবুর রস দিয়ে বানানো সসটা ঢেলে দিন।

সস ফুটতে শুরু করলে এতে ২ টেবিল চামচ কর্নস্টার্চ জলে গুলে ওই মিশ্রণে ঢেলে দিন। এতে সস ঘন হয়ে গ্রেভি তৈরি হয়ে যাবে। এবার এতে ভেজে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিন। সসের সঙ্গে চিকেনটা ভাল করে মিশিয়ে নেবেন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে এবং মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। তৈরি অরেঞ্জ চিকেন। উপর দিয়ে স্প্রিং অনিয়ন কুচিয়ে ছড়িয়ে দিন। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন চাইনিজ স্টাইলে তৈরি এই পদ।

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বাড়ি বাড়ি ভোট চাইছেন রাম প্রসাদ পাল।

এই বাজেটে আশার আলো নেই, অমাবস্যার অন্ধকার: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাজেটে ভবিষ্যতের জন্য কোনও আশার আলো নেই বলে মনে করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, দিশাহীন এই বাজেটে যা আছে তা শুধুই অন্ধকার, শুধুই অমাবস্যা।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, নির্মলা সীতারামনের এই বাজেট গরিব এবং বেকারদের বিরোধী বলেই মনে করছেন তিনি। স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছেন মমতা। এই ক্ষেত্রে মোদীর সরকার পশ্চিমবঙ্গকে নকল করছে বলেও মনে করেছেন তিনি। বীরভূমে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তিনি হলে গরিব ও সাধারণ মানুষের জন্য বাজেট আধ ঘণ্টায় করে দিতেন।

বুধবার সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেট বক্তৃতার কিছুক্ষণ পর বীরভূমের বোলপুরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মমতা। সেখানে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার একটা না কি বাজেট করেছে। বাজেট না কি অন্য কিছু? মুখে বলা হচ্ছে, দারুণ বাজেট হয়েছে। কী দারুণ? একটা কথা বেকারদের জন্য বলা নেই।"

মমতার অভিযোগ, "আগের বছর ১০০ দিনের কাজের টাকা কমিয়েছিল। এ বার পুরো কোপ (ড্র্যাস্টিক কাট) বসিয়েছে।" ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলেও আবার অভিযোগ করেছেন তিনি। মমতার কথায়, এটা 'ক্রিমিনাল অফেন্স'।

তিনি বলেন, ঘরে টিকটিকি ঢুকলেই এনআইএ পাঠিয়ে দেয়। এখন উইপোকা কামড়ালেও কেন্দ্রীয় দল পাঠিয়ে দেয়। টাকা নেই বলে পকেটমারি করতে রড করা হচ্ছে। সত্যিকারের চোর, ডাকাতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে আপত্তি নেই। কাল সারা দেশ জুড়ে রেড হয়েছে। কেন টাকা নেই বুঝি? লোকের পকেট মারতে হবে?

এ ছাড়া তিনি এদিন বলেন

* উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না।
* এই বাজেট শুধু এক শ্রেণির মানুষের জন্য।
* বেকারত্ব দূরীকরণে কোনও প্রস্তাব নেই।
*একটা কথাও বেকারদের জন্য বলা নেই। চাকরি যা ছিল, তাও প্রায় উঠিয়ে দিয়েছে।
* মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, আয়করে ছাড় দিয়ে কোনও লাভ নেই।
* বাজেটে খাদ্য ভর্তুকি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।
* বিজেপি শাসিত রাজ্য ছাড়া অন্য রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।
* কেন্দ্রের বাজেট গরিব-বিরোধী।
* রাজ্যের টাকা কেন্দ্রের কাছে জমা পড়বে। সেখান থেকে রাজ্যের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আমার টাকা আমি জমা করছি। সেই টাকা ওরা ফিরিয়ে দেবে। ওরা সেই টাকা দেয় না
* আইসিডিএস তুলে দেওয়ার জন্য বরাদ্দ কমিয়েছে কেন্দ্র।
* আশা কর্মীদেরও টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে
* ওরা নাকি অনেক গ্যাসের দাম কমিয়ে দিয়েছে। গ্যাস বেলুন জানেন? গ্যাস বেলুনের মতো গ্যাসের দাম কমিয়েছে।

'গরিব ও মধ্যবিত্তদের স্বপ্নপূরণের বাজেট', নির্মলা সীতারমণকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। তাই এবারের বাজেটের দিকে নজর ছিল সকলের। এই আবহেই বুধবার আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এবারের বাজেটকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানালেন, "এই বাজেট দরিদ্র, গ্রামবাসী, কৃষক ও মধ্যবিত্তের স্বপ্নকে পূরণ করবে।"

এদিন অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করার পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "নির্মলাজিকে ঐতিহাসিক বাজেট পেশের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের কয়েক কোটি বিশ্বকর্মা এই দেশকে নির্মাণ করে চলেছেন। এই সব বিশ্বকর্মার সৃজন ও পরিশ্রমকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে।" সেই সঙ্গে মোদী বলেন, মহিলা স্বনির্ভর গ্রুপ যা ভারতে নিজেদের অনেক বড় জায়গা করে নিয়েছে। সেদিকে লক্ষ রেখেও বিশেষ প্রকল্প আনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'মহিলা সম্মান সঞ্চয় প্রকল্পে'র কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জানান, ডিজিটালকে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে এক করার বিষয়েই এবারের বাজেটে লক্ষ রাখা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন 'শ্রী অন্ন প্রকল্পে'র কথা। এছাড়া প্রযুক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বেড়েছে। একথা জানিয়ে মোদীর আশ্বাস, এর ফলে দেশে চাকরির ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক খুলে যাবে। তবে প্রধানমন্ত্রী এবারের বাজেটের এমন ভূয়সী প্রশংসা করলেও বিরোধীরা কিন্তু সমালোচনা করেছেন।

আদানি নয়, এখন ভারতে ধনীতম অম্বানিই

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকা অনেকটা বদলে গেল। মঙ্গলবারেই প্রথম দশের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ভারত তথা এশিয়ার ধনীতম শিল্পপতি গৌতম আদানি। বুধবার তাঁকে টপকে সবচেয়ে ধনীর তকমা ছিনিয়ে নিলেন মুকেশ অম্বানি। ফোর্বসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকায় আদানি নেমে গিয়েছেন ১৩ নম্বরে। তাঁকে টপকে অম্বানী উঠে এসেছেন প্রথম দশের মধ্যে। তালিকায় অম্বানীর অবস্থান এখন নবমে। বুধবার পর্য্যন্তও ভারত তথা এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তি ছিলেন আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম। কিন্তু আমেরিকার লগ্নি বিষয়ক গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তিনি আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে। সপ্তাহ খানেক আগেও বিশ্ব তালিকায় আদানি ছিলেন 'থার্ড বয়'। আদানির দুর্দিনে উন্নতি হয়েছে ভারতের আর এক ধনকুবের অম্বানির। তিনি প্রথম দশের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আবার উঠে এসেছেন ৯ নম্বরে। ভারত তথা এশিয়ার ধনীতম শিল্পপতি এখন তিনিই। সম্পত্তির হিসাবে অম্বানি এবং আদানির মাঝে রয়েছেন তিন জন।

হালিশহর জেটিয়ার একটি হোটেলে আগুন

হালিশহর, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাকপুর কল্যানী এক্সপ্রেস ওয়ের ধারে হালিশহর জেটিয়ার একটি হোটেলে আগুন লাগে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌছে আগুন নেভায়। কি থেকে এই আগুন লাগল জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে পৌঁছায় জেঠিয়া থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ওই হোটেলের তিনতলায় সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। এর ফলে তিন তলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে ওই হোটেলে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সঠিকভাবে ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ের ধারে যে হোটেলগুলি ও তার পাশাপাশি রেস্তোরাঁ এবং ধাবাগুলি আছে সেই জায়গাগুলিতে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই দমকল বিভাগ তৎপর হয়ে উঠেছে।

ইউক্রেনকে আধুনিক যুদ্ধবিমান দিতে নারাজ ব্রিটেন

লন্ডন, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রুশ বিমান হামলার মোকাবিলায় ভ্লাদিমির জেলেনস্কির দেশ ইউক্রেনকে আধুনিক যুদ্ধবিমান দিতে অস্বীকার করল ব্রিটেন। রাশিয়াকে শক্তভাবে মোকাবিলা করার স্বপ্ন দেখছিল ইউক্রেন, তবে সে স্বপ্ন ভঙ্গ করল ব্রিটেন।

রাশিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে ইউক্রেন পশ্চিমি দেশগুলির থেকে যুদ্ধ ট্যাঙ্ক পেয়েছে। আমেরিকার থেকে মিলেছে আধুনিক স্ট্রাইকার সাঁজোয়া গাড়ি, ব্রিটেন ও জার্মানির থেকে পেয়েছে লেপার্ড-২যুদ্ধ ট্যাঙ্ক। ব্রিটেনের থেকে চতুর্থ প্রজন্মের এফ-১৬ পাওয়ার আশা করেছিল ইউক্রেন। ব্রিটিশ সরকার সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে।

যুদ্ধবিমান সরবরাহ নিয়ে প্যারিসে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেক্সি রেজনিকভের। কিন্তু তার আগেই মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের দফতরের মুখপাত্র জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইউক্রনে যুদ্ধবিমান পাঠন সম্ভব নয়। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, আমাদের আধুনিক বিমানগুলি চালানো শিখতেই কয়েক মাস সময় লেগে যায়। তাই এই মুহূর্তে ইউক্রেনকে যুদ্ধবিমান পাঠানো ঠিক বলে মনে করছি না।

ক্যানিংয়ে চলন্ত ট্রেনের কামরায় মহিলার কান থেকে সোনার দুল ছিনতাহ

ক্যানিং, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ঘুটিয়ারী শরীফ স্টেশনে চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকেই এক মহিলার কান ছিঁড়ে সোনার দুল ছিনিয়ে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। ঘটনায় ট্রেনের কামরায় অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং জিআরপিতে অভিযোগ জানিয়েছেন মহিলা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং জিআরপি।

জানা গিয়েছে, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের কচুখালির বাসিন্দা গৃহবধু অশ্রুকণা মণ্ডল। তাঁর এক সন্তান সোনারপুর এলাকায় থেকে পড়াশোনা করে। ছেলে অসুস্থ হওয়ায় পুকুরের কই মাছ নিয়ে ছেলের কাছে গিয়েছিলেন সোমবার। সঙ্গে ছিলেন মেয়ে অঞ্জু মণ্ডল ও শ্বশুর দুলাল চন্দ্র মণ্ডল। বুধবার সকালে সোনারপুর ষ্টেশন থেকে ক্যানিং লোকালে ফিরছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, ঘুটিয়ারীশরীফ ষ্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তেই এক দুষ্কৃতি অশ্রুকণার ডান কান ছিঁড়ে সোনার দুল নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে চম্পট দেয়। রক্ত ঝরতে থাকে বধুর কান থেকে। ঘটনায় চলন্ত ট্রেনের কামরায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে ট্রেনটি ক্যানিং ষ্টেশন আসলে সেখানে জিআরপি পুলিশে অভিযোগ করেন ওই মহিলা। তাঁর শ্বশুর ও মেয়ে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

ঝালদা পুরসভা মামলা : ধাক্কা রাজ্যের, এফআইআর খারিজের নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ঝালদা পুরসভার মামলায় ফের হাই কোর্টে ধাক্কা রাজ্য সরকারের। স্বস্তি পেলেন কংগ্রেস কাউন্সিলর পিন্টু চন্দ। কংগ্রেস কাউন্সিলের বিরুদ্ধে করা এফআইআর খারিজ করে দিলেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা।

ঘটনার সূত্রপাত বেশ কয়েক মাস আগে। ঝালদা পুরসভায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল কাউন্সিলর পিন্টু চন্দের দল কংগ্রেস। এরপরই পুরনো মামলায় সাক্ষী হিসেবে পিন্টুকে তলব করা হয় ঝালদা থানায়। অভিযোগ, তিনি হাজিরা দেননি। পরবর্তীতে পিন্টু চন্দকে পুলিশ ফেরার অপরাধী ঘোষণার আরজি জানায় পুরুলিয়া আদালতে। এরপরই পালটা হাই কোর্টের দারস্থ হন পিন্টু।

বুধবার শুনানিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে ঝালদা থানার ওসি জানান ঘটনার (থানা ভবনে আগুন) দিন বাজি উদ্ধার করা হয়েছিল কংগ্রেস কাউন্সিল পিন্টুর কাছ থেকে। বিচারপতি মন্তব্য, সিবিআই রিপোর্টে স্পষ্ট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার দিন পিন্টু সিবিআই দফতরেই উপস্থিত ছিলেন। কারণ, তদন্ত কান্দু হত্যা মামলায় তাঁকে তলব করা হয়েছিল। সিবিআই দফতরের সিসিটিভির ফুটেজও পাওয়া গিয়েছে। এর কোনও জবাব দিতে পারেননি ঝালদা থানার ওসি।

এরপরই কংগ্রেস কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে করা এফআইআর খারিজ করে দেন বিচারপতি রাজা শেখর মন্থা। উল্লেখ্য, এই মামলায় আদালতের পক্ষ থেকে আগেই পিন্টু চন্দকে অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ দিয়েছিল এই বিচারপতি।

মহাশ্মশানে পরিমল দে-কে শ্রদ্ধা ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাসের

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : প্রয়াত পরিমল দে-কে কালীঘাট মহাশ্মশানে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। অরূপবাবুর শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, "ময়দানের এক সময়ের 'গ্ল্যামার বয়' ও অতীতের দিকপাল ফুটবলার পরিমল দে (৮১ বছর) মঙ্গলবার ৩১-০১-২০২৩ রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। অ্যালঝাইমার্সে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। কলকাতা ময়দানে তিনি 'জংলা' নামে বেশি পরিচিত ছিলেন।

তাঁর নাম উচ্চারিত হলে স্মৃতির ক্যানভাসে ফুটে ওঠে ১৯৭০ সালের আইএফএ শিল্ড ফাইনাল। সেই ম্যাচে ইরানের পাস ক্লাবকে হারায় ইস্টবেঙ্গল। স্বাধীনতার পর সেই প্রথম কোনও ভারতীয় ক্লাব বিদেশি ক্লাবকে পরাজিত করে শিল্ড জেতে। ইস্টবেঙ্গলের সেই গৌরবময় ইতিহাসের নায়ক ছিলেন পরিমল দে। ফাইনালে তাঁর অনবদ্য গোল ময়দানের ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে আজও অক্ষত। ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফি খেলেছেন।

পরিমল দের কত স্মৃতি ছড়িয়ে আছে সবুজ ঘাসে, তার ইয়ত্তা নেই। আজ শুধু স্মৃতি রোমন্থনের দিন। তাঁর প্রয়াণ বাংলার ফুটবলের এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত।

তাঁর পরিবার ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ সকলকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।"

বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত যোশীমঠে খুলে গেল সমস্ত স্কুল, শুরু হয়েছে পঠনপাঠন

দেহরাদুন, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত যোশীমঠ সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত স্কুল বুধবার থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের বেশ কিছু স্কুলে অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল স্থানীয় প্রশাসন। সেই স্কুলগুলি খালি করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে যাঁরা বসবাস করছিলেন তাঁদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, যোশীমঠের দু"টি বিপজ্জনক স্কুলবাড়ি মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ওই অঞ্চলে মোট ২৮ টি স্কুল রয়েছে। চামোলির মুখ্য জেলা শিক্ষা আধিকারিক কুলদীপ গাইরোলা জানিয়েছেন, দু"টি অনিরাপদ স্কুলের পড়ুয়াদের অন্যত্র পড়ানো হবে।

তিনি বলেছেন, বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ২৪ জন শিক্ষার্থী তাঁদের পরীক্ষা কেন্দ্র জোশীমঠের বাইরে স্থানান্তর করার অনুরোধ করেছেন। তাদের অনুরোধ গৃহীত হয়েছে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে তাঁরা পরীক্ষা দিতে পারবেন।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি দফতরে হাজিরা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে চতুর্থ বারের জন্য হাজিরা দেন হুগলির যুব নেতা। এদিন তাঁকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তলব করেছেন গোয়েন্দারা।

ইতিমধ্যেই শান্তনুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। তাতে শান্তনুর বাড়ি থেকে টেটের অ্যাডমিট কার্ড, পরীক্ষার্থীদের মার্কশিট সহ বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি গ্রেফতার করেছে হুগলির দাপুটে যুব নেতা কুন্তল ঘোষকে। তাঁর বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে। এমনকী কুন্তল ঘোষ ও শিক্ষা ব্যবসায়ী তাপস মণ্ডলকে একসঙ্গে বসিয়ে জেরা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কীভাবে টাকার বিনিময়ে চাকরি হয়েছে সেই প্রক্রিয়ার হদিশ পেতে চাইছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তারা দেখতে চাইছে, কত জন এতে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কত টাকার দুর্নীতি সেটি। এরপরে আরও বেশ কয়েক জনকে তলব করা হবে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে তার তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এরাজ্য আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে কলকাতায় আসছেন তিনি। ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে রাজ্য বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পাশাপাশি সেদিনই বেশ কয়েকটি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

জানা গেছে, অনুব্রতর গড়েই প্রথম সভা করবেন অমিত শাহ। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় সিউড়িতে বক্তব্য রাখবেন তিনি। সেদিনই দুপুরে আরামবাগে সভা করবেন। সভা শেষে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সংগঠনের বিষয়ে মূলত জানার চেষ্টা করবেন তিনি। এরপর সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরবেন। ১২ ফেব্রুয়ারি রাতের বিমানেই দিল্লি ফিরে যাবেন অমিত শাহ।পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে বিজেপি শিবির। সেই লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারিতে বাংলায় শাহকে চেয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতারাই। সূত্রের খবর, তাঁরা নাকি এনিয়ে দিল্লিতে দরবারও করেছিলেন। কয়েকদিন আগেই কৃষ্ণনগরে সভা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। এবার বঙ্গ বিজেপির ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলায় আসছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও।

বন সহায়ক নিয়োগ মামলায় রাজ্যের রিপোর্টে অখুশি হাইকোর্ট

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বন সহায়ক নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের রিপোর্টে খুশি নয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি লোপিতা বন্দোপাধ্যায় রাজ্য সরকারকে ফের এ ব্যাপারে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

বন সহায়ক নিয়োগ মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বন সহায়ক নিয়োগে রাজ্য সরকার যদি নিজের বিজ্ঞপ্তিকেই মান্যতা না দেয়, সেক্ষেত্রে আদালত চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। বুধবার মামলার শুনানি পর্বে রাজ্যের পক্ষ থেকে ১৭০ জনের মেধা তালিকা জমা পড়ে আদালতে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২১ ফেব্রুয়ারি।

আবেদনকারী সৈয়দ মহম্মদের আইনজীবী শমীক চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের পক্ষ থেকে যে মেধা তালিকা জমা পড়েছে, সেটি ৩০০ নম্বরের পরীক্ষার ভিত্তিতে নয়, ২০০ নম্বরের পরীক্ষার ভিত্তিতে। পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বয়সসীমাকেও নিয়োগের ক্ষেত্রে মান্যতা দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বয়সসীমার উপরে ও নীচে থাকা বহু প্রার্থীই চাকরি পেয়েছেন। আইজীবীর প্রশ্ন, বিজ্ঞপ্তিতে ৩০০ নম্বরের পরীক্ষার কথা বলা হলেও কেন ২০০ নম্বরে পরীক্ষা নেওয়া হল?

সরকারি আইনজীবী পন্টু দেবরায়ের দাবি, ২০২০ সালে করোনার সময় পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়াতে ক্যাজুয়াল বন সহায়ক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। করোনার জন্য তিনজন পরীক্ষক পাওয়া যায়নি। দুজন পরীক্ষককে দিয়েই ২০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিতে সেই বিষয়টিও উল্লেখ রয়েছে। সরকারি আইনজীবীর দাবি, বিজ্ঞপ্তি মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আদালতের নির্দেশ, রাজ্য সরকারকে ২১ ফেব্রুয়ারি হলফনামা দিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। কেন ৩০০ নম্বরের পরিবর্তে ২০০ নম্বরে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, হলফনামায় তার ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

উঠতি মডেলকে লাগাতার নির্যাতনের দায়ে গ্রেফতার টলিউড অভিনেতা

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : টলিউড অভিনেতা অতীশ ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন উঠতি মডেল। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ছ'মাস ধরে তাঁর উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলেন এই অভিনেতা।

জনপ্রিয় সিরিয়াল 'সিআইডি'র বাংলা সংস্করণের বিভিন্ন পর্বে দেখা গিয়েছে অতীশকে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, ২৯ জানুয়ারি সকাল ১০ টা নাগাদ সেই উঠতি মডেলকে রীতিমতো জোর করে বাড়িতে আটকে রেখেছিলেন অতীশ। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগে জানিয়েছেন সেই মডেল। ঘটনাচক্রে, অতীশ কবীর সুমনের বাড়ির বাসিন্দা। পুলিশের নথিতে তেমনই উল্লেখ রয়েছে। শরীরে বেশ কিছু জায়গায় কামড়ের দাগ রয়েছে ওই মডেলের। অতীশ ওই মডেলকে ঘুষি এবং লাথি মারেন বলে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। এ ছাড়াও ওই মডেলকে বার বার হুমকিও দিয়েছেন অতীশ। ঘটনার পর উঠতি মডেলকে নিয়ে যাওয়া হয় এম আর বাঙুর হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার, হরিদেবপুর থানায় ওই মডেল লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে রাতে অতীশকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মেঘালয় বি-সভা নির্বাচন : মনোনয়ন পেশ এনপিপির দুই প্রার্থী রকি হেক এবং ডা. জেসমিনের

শিলং, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় মেঘালয় বিধানসভা নির্বচনে মনোনয়ন পেশ করেছেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) মনোনীত দুই প্রার্থী যথাক্রমে রকি হেক এবং ডা. জেসমিন লিংডোহ। রকি হেক তাঁর কাকা রাজ্যের প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিজেপি নেতা আলেক্সজান্ডার লালু হেকের বিরুদ্ধে ১৪ নম্বর উপজাতি তফশিলি সংরক্ষিত পাইথরুমখ্রা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

২১ নম্বর নংথিম্মাই উপজাতি তফশিলি আসনে এনপিপি প্রার্থী ডা. জেসমিন লিংডোহ রাজ্যের প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা সদ্যপ্রাক্তন কংগ্রেস নেত্রী আমপারিন লিংডোহের বোনও আজ তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এই দুই আসনই পূর্ব খাসিপাহাড় জেলা সদর শিলঙে অবস্থিত।

ডা. জেসমিন প্রথমবারের মতো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গতকাল জেসমিনের বড় বোন এনপিপি-র প্রথম মহিলাপ্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আম্পারিন লিংডো পূর্ব শিলং আসনের জন্য মনোনয়ন পেশ করেছেন। সম্প্রতি তিনি কংগ্রেস ছেড়ে এনপিপিতে যোগদান করেছিলেন।

এদিকে, রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, ৬০ আসন বিশিষ্ট মেঘালয়ে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার অন্তিম তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি। ৮ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ ধার্য্য করা হয়েছে। নির্বাচন ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা হবে ২ মার্চ। আধিকরিক জানান, মেঘালয়ে ২০১৮ সালের ১৬ মার্চ থেকে চলতি ২০২৩ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত বিধানসভার মেয়াদ।

রাজ্যে ভোটরের সংখ্যা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, মেঘালয়ে মোট ২১ লক্ষ ৬১ হাজার ১২৯ জন ভোটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৮ হাজার ১১৭ জন নতুন ভোটার। রাজ্যে সার্ভিস ভোটারের সংখ্যা ৩, ৮৪৪। এছাড়া ২০১৮ সালে ভোটকেন্দ্র ছিল ৩,০৮৩টি। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বেড়ে হয়েছে ৩,৪৮২টি ভোট কেন্দ্র। শতাংশের হিসাবে ১২.৯৪ বৃদ্ধি হয়েছে। তিনি জানান, মেঘালয়ে ৬০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত আসন ৫৫টি এবং সাধারণ আসনের সংখ্যা ৫ (পাঁচ)-টি।

সাধারণ বাজেট ২০২৩-২৪ : কর্মসংস্থানে জোর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বুধবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিন বাজেটে কর্মসংস্থানের জোর দিয়ে একাধিক ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা, একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল- আগামী তিন বছরে ৭৪০ টি স্কুলের জন্য ৩৮, ৮০০ শিক্ষক ও সাপোর্ট স্টাফ নিয়োগ করবে কেন্দ্র। প্রায় ৩.৫ লক্ষ জনজাতি সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের সুবিধা হবে এতে।

পঞ্চায়েত ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতিতে জোর দেওয়া হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে বিশেষ জোর। ওষুধ ক্ষেত্রে গবেষণায় বিশেষ প্রকল্প করা হবে। পঞ্চায়েত স্তরে ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি সংযোগ করা হবে।

অমৃতকালে প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোনো হয়েছে। যুব প্রজন্মের স্বপ্ন পূরণে জোর দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনায় ৮১ লক্ষ স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠী উপকৃত হয়েছে। কাঁচামাল দিয়ে সাহায্য করা হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বলে আশ্বাস দিয়েছেন নির্মলা। পিএম বিশ্বকর্মা স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিম চালু করা হবে। শিল্পীদের স্কিলের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই স্কিম নিয়ে আসা হবে বলে জানালেন অর্থমন্ত্রী। এর ফলে আরও প্রফেশনাল উপায়ে শিল্পীরা কাজ করতে পাবেন।

বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার, দানা বাধছে রহস্য

পুরুলিয়া, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার বিজেপি কর্মীর দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার হাতুয়ারায়। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, মৃত বিজেপি কর্মীর নাম বানেশ্বর হেমব্রম। এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যাচ্ছে, বলরামপুর ব্লকের ঘাটবেরা কেরোয়া পঞ্চায়েতের কুমারডি ২ নম্বর পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন তিনি। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ খুন করা হয়েছে বানেশ্বরকে।

ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা বিজেপি সভাপতি বিবেক রাংগা বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। আর তার আগে রাজ্যকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে শাসক দল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বলরামপুর থেকেই শুরু হয়েছিল অশান্তি। এবারও তার অন্যথা হল না'।

যদিও পাল্টা জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেন,'নির্বাচনের আগে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। তৃণমূল হিংসার রাজনীতি করে না'।

বারাসতে পথ দুর্ঘটনা, মৃত ২

বারাসত, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী দুই যুবকের। মঙ্গলবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে বারাসত চাঁপাডালি মোড়ে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মাঝরাতে আচমকা বিকট শব্দ হয়। স্থানীয়রা সেখানে যেতেই দুই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। উলটে পড়ে ছিল তাঁদের বাইক। খবর দেওয়া হয় বারাসত থানায়। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, দ্রুত গতিতে বাইক চালানোর কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ডি এ-র দাবিতে দুঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক সরকারি কর্মচারীদের

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বকেয়া মহার্ঘ ভাতার (ডি এ) দাবিতে সরকার বিরোধী বিভিন্ন রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন বুধবার দুঘণ্টার জন্য কর্মবিরতির ডাক দেয়। বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত সমস্ত সরকারি এবং আধা সরকারি অফিসে কর্মবিরতি পালন করা হয় বলে কর্মী সংগঠনগুলি জানিয়েছে।

বকেয়া ডিএ মেটানোর দাবিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ২৭ জানুয়ারি থেকে শহীদ মিনার ময়দানের কাছে লাগাতার অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে।

কড়ইমুড়া ও দক্ষিণ চড়িলামে নির্বাচনী সভা করলেন বিজেপি প্রার্থী যীষ্ণু দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ ফেব্রুয়ারি।। নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই প্রচারের গতি বাড়ছে ।কখনো উঠোন সভা, কখনো বাজার সভা, কখনো জনসম্পর্ক প্রচারে খামতি নেই ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন এর নির্বাচনী কেন্দ্র ১৯ চড়িলাম বিধানসভায় বুধবার ২৭ এবং ২৮ নং বুথের বিজেপির কার্যকর্তাদের নিয়ে উঠোন সভা করলেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় ।এই সভায় উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেব বর্মন , পশ্চিমবঙ্গ কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অম্বিকা রায়, বিজেপি সিপাহী জলা জেলা উত্তরের সহ-সভাপতি অমল দেবনাথ, জেলা কমিটির সম্পাদক তাপস দাস, চড়িলাম মন্ডলের মণ্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিস্তারক অপূর্ব দেবনাথ। এছাড়া চড়িলাম মন্ডলের কড়ইমুড়াতে উঠোন সভায় বিজেপির কার্যকর্তাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। অন্যদিকে দক্ষিণ চড়িলাম স্কুল চৌমুনীতে বাজারের ব্যবসায়ীদের নিয়ে সভা করেন রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সিপাহী জলা জেলা কমিটির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ বিজেপির অন্যান্য কার্যকরতারা উপস্থিত ছিলেন ।আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় আলোচনা করতে গিয়ে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ বলেন আমরা চলো পাল্টাই এর স্লোগান দিয়েছিলাম। আপনারা পাল্টিয়ে দিয়েছেন। এবার নতুন স্লোগান চলুন ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ বানাই। আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্মাণের অংশীদার হোন আপনারা। বিগত বামফ্রন্ট সরকার চড়িলামের উন্নয়ন কেন করেনি তার জবাব চান। চড়িলামের উন্নতি হয়নি এর একটাই কারণ। বিধায়ককে কাজ করতে দেয়নি পার্টি। সিপিএমে পার্টির ইচ্ছে ছাড়া কিছু হয়না। শুধু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হাত তালি দেওয়াই ছিল ওনার কাজ। আর বিশালগড় থেকে এজেন্সির মাধ্যমে চড়িলামের শাসন করতেন ভানুলাল সাহা। তাই আর সেই অন্ধকারে ফিরে যাওয়া চলবে না। চড়িলামের উন্নয়ন হয়েছে, আগামীদিনে আরো উন্নতি হবে। যুব সমাজের কর্মসংস্থান হবে। চড়িলামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিজেপিকে জয়ী করার আহবান জানান তিনি। যীষ্ণু দেববর্মণ বলেন সত্তর বছর ধরে রাজ্যের জাতি জনজাতি দরিদ্র অংশের মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছিল সিপিএম। তারা নিজেদের গরীব দরদী বলে দাবি করতেন। অথচ ওরা মাত্র ৩৩৩৩ টি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দিয়েছে। আর বিজেপি মাত্র পাঁচ বছরে তিন লক্ষের উপর মাথা গোজার ঠাঁই করে দিয়েছে ।আমরা কোন রাজনৈতিক রং দেখে ঘর দেয়নি। তাই আমাদের নিজেদের কার্যকর্তারাও অনেকে এখনো ঘর পায়নি আগামী দিনে দেওয়া হবে। বিগত সরকার কৃষকদের স্বার্থে কোন কাজ করেনি। বর্তমান সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে। পানীয় জল জলসেচ ব্যবস্থা পৌঁছে গিয়েছে গ্রামে গ্রামে। শুধু রাজনীতি আর স্লোগান হয়েছে ৩০ বছর। আর এখন শুধু কাজ আর কাজ। কাজেই উন্নয়নের নিরিখ বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিন। এরপর বিকাল চারটায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন চড়িলাম বিধানসভার লালসিংমুড়া বাজারে কার্যকর্তাদের সাথে এক সাড়া জাগানো মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি লালসিংমুড়া বিজেপি কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে লালসিংমুড়া বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার লালসিংমুড়া বিজেপি কার্যালয়ে এসে শেষ হয় ।বামগ্রেস সম্পর্কে যীষ্ণু দেববর্মন বলেন বর্তমানে ত্রিপুরার জনগণ আগামী ষোল তারিখে বামগ্রেসকে ত্রিপুরা থেকে উৎখাত করবে। সিপিআইএম ৫১ থেকে ১৬ আর এ বছর ১৬ থেকে শূন্য। কংগ্রেস ১৫ আসনে প্রার্থী দিয়েছেন, সরকার ১৫ আসনে গঠন করা যায় না। সরকার গঠন করতে হলে ৩১টি সিট লাগে। জাতীয় পার্টি হয়েও এরা ৬০টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি,এর থেকে লজ্জা জনক ঘটনা আর কি হতে পারে।

চন্ডীপুরে সিপিএম প্রার্থীর সমর্থনে বাইক র‍্যালী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সি.পি.আই.এম দলের প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীকে সাথে নিয়ে পয়লা ফেব্রুয়ারী বুধবার দিনভর গোটা চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এক সুসজ্জিত বাইক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। বাইক র‍্যালীটি ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভদ্রপল্লী হাইস্কুলের মাঠ থেকে শুরু হয়ে মূর্তিছড়া, ভটের বাজার, মনুভ্যালী, চন্ডীপুর, শ্রীরামপুর, হালাইরপাড়, গোলকপুর, কালীশাসন, জামতৈল বাড়ি, ছৈনতল, ফুলতলী, জারুলতলী, ধনবিলাশ, পঞ্চম নগর, ডলুগাও, হাওড়বাজার, ভগবান নগর, গৌরনগর, কাউলিকুড়া হয়ে চিরাকুটি এলাকায় এসে বাইক র‍্যালীটি সমাপ্ত হয়। বাইক র‍্যালীতে ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সি.পি.আই.এম দলের প্রার্থী কৃস্নেন্দু চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সি.পি.আই.এম নেতা নন্দ দুলাল দেবনাথ, অজয় ঘোষ, পরিমল শীল, নীলকান্ত সিনহা, প্রসেনজিৎ গুন সহ আরও অনেকে। একনাগাড়ে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় প্রায় পয়তাল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করে এই বাইক র‍্যালীটি। বাইক র‍্যালীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দলীয় কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। বাইক র‍্যালীটি গোটা ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাইক র‍্যালী সমাপ্ত করে চিরাকুটি এলাকায় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন এবারের নির্বাচনে বিজেপিকে উৎখাত করে নতুন সরকার গঠনের জন্য জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছেন।

আনন্দনগরে বিজেপি প্রার্থী রামপ্রসাদ পালের জোরদার ভোট প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রামপ্রসাদ পাল বুধবার বিধানসভা কেন্দ্রের ২৬ নং বুথ আনন্দনগর এলাকায় বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার করেছেন। সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী রামপ্রসাদ পাল বুধবার ২৬ নং বুথ আনন্দনগর এলাকায় ভোট প্রচারে গিয়ে গণদেবতাদের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থী হন। এলাকার জনগণ দুহাত ভরে তাকে আশীর্বাদ ধন্য করেছেন বলে জানিয়েছেন। ভোট প্রচারে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রামপ্রসাদ পাল বলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে এলাকায় ভোট প্রচার করতে গিয়ে তিনি এলাকার জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এলাকায় সমাজদ্রোহী গুন্ডা মাফিয়াদের উচ্ছেদ করে নিরাপদ সুরক্ষিত জীবন যাপনের পরিবেশ তৈরি করে দেবেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি সমর্থ্য হয়েছেন এবং এলাকার জনগণ এখন সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। আগামী দিনেও যাতে এলাকায় শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন থাকে এবং জনগণ সুশৃঙ্খল পরিবেশে বসবাস করতে পারেন সেই অঙ্গীকার করেন বিজেপি প্রার্থী রামপ্রসাদ পাল। তিনি বলেন এলাকায় যাতে কোন ধরনের চাঁদাবাজি তোলাবাজি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। রামপ্রসাদ বাবু দাবি করেন এলাকার রাস্তাঘাট প্রতিটি বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা দিব্যাঙ্গদের ভাতা ২০০০ টাকা করা সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। তাতে জনগণ দারুন খুশি। এবারের নির্বাচনেও গণদেবতারা বিপুল ভোটের ব্যবধানে তাকে জয়ী করবেন বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাধারঘাট কেন্দ্রে ভোট প্রচার করছেন ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। বুধবার বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী পার্থ রঞ্জন সরকার বাড়ি বাড়ি প্রচারে শামিল হন। প্রচারে সামিল হয়ে ভোটারদের কাছ থেকে তিনি দারুন ছাড়া পাচ্ছেন বলে জানান।

বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী পার্থ রঞ্জন সরকার গণদেবতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করে চলেছেন। বুধবার গণতবাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন তিনি। গণদেবতারা তাকে আশীর্বাদ ধন্য করবেন বলে আশ্বস্ত করে চলেছেন। এই কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলেও তিনি দাবি করেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী পার্থ রঞ্জন সরকার বলেন ভোটারদের ভোট দান নিশ্চিত করতে কমিশন প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভোটারদের ভোটদান নিশ্চিত করা কমিশনের কাছে এখন আত্মমর্যাদার বিষয় হয়ে উঠেছে। আগামী ১৬ ই সকল ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার নির্ভয়ে প্রদান করার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন। ত্রিপুরাকে অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই গণতন্ত্র প্রিয় সকল অংশের জনগণকে বাম দল সহ সহযোগী দলগুলির প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্যও তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

আহত চার

● **প্রথম পাতার পর**

চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে এবং এখনো পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেলিম মিয়ার অভিযোগ বিএসএফ তাকে বেধড়ক মারধর করেছে। বাদ যায়নি ষাট ঊর্ধ মহিলা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বিএসএফ এর তাণ্ডবের বিবরণ দিতে গিয়ে অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এক স্কুলছাত্রী জানায় তাকে পর্যন্ত ঘুম থেকে টেনে হিচড়ে উঠিয়ে ফেলা হয় এবং মারধর করে। বিএসএফ ২০০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জোয়ানদের প্রতি এই ধরনের অভিযোগ এলাকাবাসীর এবং আক্রান্তদের। ঘটনা জানিয়ে বিলোনিয়া থানায় মামলা করা হয়েছে। তারা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে উপযুক্ত বিচার চাইছে। তবে এই এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত পাচার বাণিজ্য হয় বলে জানায় এলাকাবাসী। যারা পাচারকারী তাদের সাথে বিএসএফের গোপন আঁতাত রয়েছে বলেও জানায়। মোটা অংকের বিনিময়ে প্রতিনিয়ত আমজাদ নগরের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে চোরা চালান হচ্ছে। এই জায়গা দিয়ে পাচার করে ওই এলাকারে বাসিন্দা সুমন মিয়া বাবা নুন্তু মিয়া। গতকালের ও মালগুলি ছিল ওই সুমন মিয়ারই। সব জানার পরও মোটা উৎকোচের বিনিময়ে সুমন মিয়াকে না ধরে সাধারণ মানুষের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালায় বিএসএফ। আমজাদ নগরে এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও অনেকবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোন কিছুরই বিচার পায়নি স্থানীয়রা। এখন দেখার আগামী দিনে এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাজেট নির্মলার

● **প্রথম পাতার পর**

টাকা আয়কর দিতে হবে। যা আগের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম। যাঁর ১৫ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় তাঁকে দেড় লক্ষ টাকা কর দিতে হবে। আগে দিতে হত ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা করেন, ৩ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয় হলে কর দিতে হবে ৫ শতাংশ। বাৎসরিক আয় ৬ লক্ষ টাকা থেকে ৯ লক্ষ টাকা হলে কর দিতে হবে ১০ শতাংশ। বাৎসরিক আয় ৯ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে কর দিতে হবে ১৫ শতাংশ হারে। ১২ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর দিতে হবে ২০ শতাংশ। বছরে আয় যদি ১৫ লক্ষ টাকার বেশি হয় তাহলে ৩০ শতাংশ হারে দিতে হবে কর ।প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০ চালু করবে সরকার। বুধবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০ চালু করবে সরকার।

নির্মলা বলেছেন, আন্তর্জাতিক সুযোগের জন্য তরুণদের দক্ষ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজ্যে ৩০টি স্কিল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার স্থাপন করা হবে। তিনি জানান, আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ উন্নত করতে ৫০টি অতিরিক্ত বিমানবন্দর, হেলিপ্যাড, ওয়াটার এরো ড্রোন, উন্নত ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নির্মলা বলেছেন, স্টার্টআপস এবং একাডেমিয়া দ্বারা উদ্ভাবন এবং গবেষণা চালু করার জন্য, একটি জাতীয় ডেটা গভর্নেন্স নীতি আনা হবে। মিশন মোডে পর্যটনের প্রচার করা হবে। বুধবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করে জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেছেন, অমৃত কালের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে একটি প্রযুক্তি-চালিত ও জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি, শক্তিশালী পাবলিক ফাইন্যান্স এবং একটি শক্তিশালী আর্থিক সেক্টর। "সবকা সাথ, সবকা প্রয়াস"-এর মাধ্যমে এই "জনভাগীদারি" অর্জন করা অপরিহার্য।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, রাজ্যগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ, সরকারি কর্মসূচি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সমন্বয়ে মিশন মোডে পর্যটনের প্রচার করা হবে। তিনি বলেছেন, আমাদের ভারত দেশীয় ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য অপরিসীম আকর্ষণ প্রদান করে। পর্যটন সেক্টরকে কাজে লাগানোর বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য এই সেক্টরে বিশাল সুযোগ রয়েছে। হস্তশিল্পের জন্য নয়া প্রকল্প আনা হচ্ছে। নাম হবে 'পিএম বিকাশ'। বুধবার বাজেটে পেশে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই শিল্পসামগ্রীর বিক্রির ব্যবস্থা করবে সরকার। এর ফলে উপকৃত হবেন অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষরা। এছাড়াও কৃষকরা যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হন, তার জন্য খরচ করা হবে। কৃষক, শিল্প সংস্থা এবং সরকারের মধ্যে মেলবন্ধন থাকবে ।কৃষি উন্নয়নে নতুন ঘোষণা করেছেন নির্মলা। ৬৩ হাজার প্রাথমিক কৃষি ক্রেডিট সোসাইটিকে কম্পিউটারাইজড করা হবে। তৈরি হবে ডেটাবেস। এতে কৃষকরা উৎপাদনের সঠিক দাম পাবেন। নজর রাখবে সরকার। ওষুধ উৎপাদনে গবেষণায় জোর দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন নির্মলা সীতারমন। দেশ জুড়ে নতুন নার্সিং কলেজের ঘোষণা নির্মলার। শিশুশিক্ষায় জোর দিয়ে তৈরি হবে ডিজিটাল লাইব্রেরি। পশুপালন এবং মৎস্যচাষে ৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করল কেন্দ্র। নির্মলার কথায়, "সাতটি বিশেষ লক্ষ্য এই বাজেটের। তাই এই বাজেটকে 'সপ্তর্ষি' হিসাবে দেখছি আমরা।" প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বরাদ্দ বৃদ্ধি বেড়ে হল ৭৯ হাজার কোটি টাকা। ২.৪ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ হল রেলের জন্য। জানালেন নির্মলা সীতারমন। আগামী ৩ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ৩৮ হাজার ৩৮০ শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা করলেন নির্মলা সীতারমন।

সিপিএম

● **প্রথম পাতার পর**

এরই ভিত্তিতে কংগ্রেস দল কৈলাদহর, ধর্মনিগর, পেচারথল, কাছড়া, কমলপুর, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর, আগরতলা, বড়দোয়ালী, বনমালীপুর, সামণিনগর, চড়িলাম, মাতাবাড়ি কেন্দ্র সমূহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস দল একটি তপশিলি সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিপ্রায় জানান। তপশিলি সংরক্ষিত পারিয়াছড়া আসনটি দাবি করে। এই বিষয়টি ফয়সালা হবার পূর্বে বংগ্রেস দল ১৭ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন। এই পরিস্থিতিতে মনোন্নদান পত্র জমা দেওয়ার পর্বে সুরাহায় উপনীত হওয়া কখন যাচ্ছিল না তখন যে ১৩টি আসন কংগ্রেস দান প্রতিদন্দিতার জন্য সহমতে উপনীত হয়েছিল সেই ১৩টি আসনে সিপিআই (এম) প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এরপরেও উভয় দলের নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা চলছে। সি পি আই (এম) এর পক্ষ থেকে পাবিয়াছড়া তপশিলি আসনটি (পচারথল আসনের পরিবর্তে সিগ্রেস দলকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বকে জানানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং অনুরোধ জানানো হয় এ ১৩ টি আসনের বাইরে যেসকল আসনে কংগ্রেস দলের পক্ষে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে সেসকল আসন থেকে কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের যাতে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সম্পষ্টভাবে জানা যায়নি।. আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী। এর ত্রিপুরা রাজা সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে পাবিয়াছড়াসহ কংগ্রেস দলকে যে ১৩ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল সেই আসনগুলি থেকে সি পি আই (এম) প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ২ রা ফেব্রুয়ারি প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন। তাই ২রা ফেব্রুয়ারি সি পি আই (এম) এর প্রার্থীরা নিয়ম বিধি মেনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেবেন। আমরা আশা করি এবং অনুরোধ জানাচ্ছি কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব এ উল্লেখিত ১৩ টি আসনের বাইরে যেসকল আসনে প্রার্থী দিয়েছেন সেসকল আসন থেকে প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

প্রচার

● **আটের পাতার পর**

এবং বিটার বন এলাকায় ভোট প্রচারে যান। ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি ভোটারদের কাছে দলীয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে ৬ নং আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পাপিয়া দত্তকে আশীর্বাদ করেছেন। দল এই কেন্দ্রে প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্তকে প্রার্থী করেছে। সকলের পরিচিত মুখ পাপিয়া দত্ত। গণদেবতা তাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আসা ব্যক্ত করেন।

দুইটি গাড়ি

● **প্রথম পাতার পর**

অরিজিত দাস বলেন, গতরাত আনুমানিক দুটো নাগাদ তার কাছে খবর আসে গাড়িতেআগুন লেগেছে। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান। আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে আসেন দমকল কর্মীরা এবং তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দুইটি গাড়ির মধ্যে একটি পুরোপুরি আগুনে পুড়ে ছাই গেছে। দ্বিতীয় গাড়ির অল্প বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। গাড়িতে আগুন লাগার খবর আমতলী থানার পুলিশ গিয়ে সামগ্রিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছে এবং এবং মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে।ধারণা করা হচ্ছে, অরিজিৎ বিশ্বাসের দুইটি গাড়ি নাশকতার আগুনেই পুড়েছে। অবশ্য এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে গাড়ির মালিক কিছুই বলতে পারেননি। খবর পেয়ে আজ সকালে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন সূর্যমনিনগরের কংগ্রেস প্রার্থী সুশান্ত চক্রবর্তী।

সমর্থক

● **প্রথম পাতার পর**

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে গেছে।ওই ঘটনায় বিজেপির জনৈক কর্মীর অভিযোগ, মিথ্যা মামলায় দলীয় তিন কর্মীকে আটক করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এলাকায় কংগ্রেস ও সিপিআইএমের মিতালী ভেঙে যাওয়ার ফলে দুই দলের কর্মীদের মধ্যেই মারপিট হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

বিরোধীদের মতে

● **প্রথম পাতার পর**

বাজেট। এতে কৃষকদের কিছু নেই। কৃষকরা বাজেটে কিছু পাবেন বলে আশা করলেও হতাশ হয়েছেন। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি গ্রামে বাস করলেও বাজেটে তাদের জন্য কিছুই নেই ।কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রেক্ষিতে নিজের প্রতিক্রিয়া জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেছেন, সাধারণ মানুষের উপকার করার পরিবর্তে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও ভর্তুকি বাতিল করা হচ্ছে। মেহবুবার কথায়, এই বাজেট ৮-৯ বছর আগের মতোই। কর বেড়েছে, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও ভর্তুকিতে অর্থ ব্যয় হচ্ছে না ।মেহবুবার কথায়, কিছু ক্রোনি পুঁজিপতি এবং বড় ব্যবসায়ীদের জন্য কর আদায় করা হচ্ছে। জনসাধারণের ট্যাক্স থেকে উপকৃত হওয়া উচিত, কিন্তু তাঁদের কোমর ভেঙে ফেলা হচ্ছে। পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি আরও বলেছেন, যারা দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠেছিল তারা আবার দারিদ্র্যের নিচে নেমে এসেছে। সবমিলিয়ে বাজেটের তীব্র সমালোচনা করেছেন মেহবুবা মুফতি ।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেট নিয়ে নানা মুনি নানা ধরনের মত পোষণ করেছে। বাজেটের সমালোচনা করল জনতা দল (ইউনাইটেড) ও কংগ্রেস। জেডিইউ সাংসদ রাজীব রঞ্জন বলেছেন, বাজেটে কিছুই নেই। আবার কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ বলেছেন, এটি একটি কর্পোরেটদের স্বার্থ বাজেট ।বাজেট প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় জেডিইউ সাংসদ রাজীব রঞ্জন বলেছেন, বাজেটে কিছুই নেই ।এটি "সপনো কা সওদাগর"-এর মতো - স্বপ্নের পরে জেগে উঠলে কিছুই সত্য হয় না। এছাড়াও মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ বলেছেন, এটি একটি কর্পোরেটদের স্বার্থ বাজেট। এই বাজেটে আদানির সমস্ত স্বার্থ পূরণ করা হলেও সাধারণ মানুষকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই বাজেট আদানি, আম্বানি, গুজরাটের জন্য ।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার তিনি বলেছেন, দরিদ্র মানুষের স্বার্থে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাজেটে কিছুই নেই। খাড়গের মতে, নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট প্রসঙ্গে বলেছেন, ৩-৪টি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মোদী সরকার বাজেট পেশ করেছে। গরিব মানুষের জন্য এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাজেটে কিছুই নেই। চাকরির জন্য কোনও পদক্ষেপ নেই, সরকারি শূন্যপদ পূরণের বিষয়েও, মনরেগা নিয়েও কিছু নেই।

তৃণমূলের

● **প্রথম পাতার পর**

তালিকায় ঠাই পেয়েছেন লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার, মিমি চক্রবর্তী, কলকাতার মেয়র তথা নগর উন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। অন্যদিকে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ও মন্ত্রী শশী পাঁজাও ত্রিপুরায় প্রচারে আসছেন বলে দলীয় বিবৃতিতে জানা গিয়েছে।

এছাড়াও প্রচারকদের মধ্যে থাকছেন ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের ইনচার্জ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব এবং ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির-সহ চেয়ারম্যান আশীষ লাল সিং। ত্রিপুরার যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রচারে আসছেন পশ্চিমবঙ্গ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সায়নী ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি সুদীপ রাহা প্রমুখ। পাশাপাশি প্রচারে থাকছেন লোকসভার সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী(দেব), বিধায়ক এবং অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী, বিধায়ক ও বিখ্যাত গায়ক অদিতি মুন্সী, অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেত্রী জুন মালিয়া, মুনমুন সেন প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

দিচ্ছে। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। তাই এবারের বাজেটের দিকে নজর ছিল সকলের। এই আবহেই বুধবার আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এবারের বাজেটকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানালেন, "এই বাজেট দরিদ্র, গ্রামবাসী, কৃষক ও মধ্যবিত্তের স্বপ্নকে পূরণ করবে।"এদিন অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করার পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "নির্মলাজিকে ঐতিহাসিক বাজেট পেশের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের কয়েক কোটি বিশ্বকর্মা এই দেশকে নির্মাণ করে চলেছেন। এই সব বিশ্বকর্মার সৃজন ও পরিশ্রমকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে।"সেই সঙ্গে মোদী বলেন, মহিলা স্বনির্ভর গ্রুপ যা ভারতে নিজেদের অনেক বড় জায়গা করে নিয়েছে। সেদিকে লক্ষ রেখেও বিশেষ প্রকল্প আনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'মহিলা সম্মান সঞ্চয় প্রকল্পে'র কথা বলেন তিনি ।পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জানান, ডিজিটালকে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে এক করার বিষয়েই এবারের বাজেটে লক্ষ রাখা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন 'শ্রী অন্ন প্রকল্পে'র কথা। এছাড়া প্রযুক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বেড়েছে। একথা জানিয়ে মোদীর আশ্বাস, এর ফলে দেশে চাকরির ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক খুলে যাবে। তবে প্রধানমন্ত্রী এবারের বাজেটের এমন ভূয়সী প্রশংসা করলেও বিরোধীরা কিন্তু সমালোচনা করেছেন।

কমিশন

● **প্রথম পাতার পর**

জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দলের মিছিলে অংশ গ্রহণ নিয়ে শারীরিক প্রশিক্ষক অমর লাল সাহার রিপোর্ট জমা পড়েছে। কিন্তু, কমিশন আর বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে মনে করেছে এবং সে অনুসারে জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছে। সেই তদন্তের রিপোর্ট আসার পর প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বলেন তিনি।

ধর্মনগরে নেশা সামগ্রী সহ যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। বাইকে করে গাঁজা নিয়ে রাজ্যে প্রবেশের সময় ঝেরঝেরিস্থিত নাকা পয়েন্টে ব্রাউন সুগার সহ পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে আটক হয় নেশা কারবারি। ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্য পুলিশ, নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এরপরেও তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নেশা কারবারিরা নিজেদের ব্যবসা অব্যাহত রাখতে মরিয়া। বুধবার দুপুর দুইটা নাগাদ অসম থেকে একটি পালসার বাইকে করে ইউসুফ আলী নামে এক যুবক ব্রাউন সুগার নিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে চাইলে ঝেরঝেরিস্থিত ত্রিপুরা পুলিশের নাকা পয়েন্টে ধরা পড়ে। সেই নাকা পয়েন্টে পুলিশি তল্লাশী ব্যবস্থা জারি রয়েছে ।এর মধ্যে নির্বাচনকে ঘিরে সিআরপিএফ বাহিনী সহ অতিরিক্ত তল্লাসি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এদিকে আগে থেকেই গোপন সূত্রে ত্রিপুরা পুলিশ ওৎ পেতে বসে থাকে সেখানে।

যথারীতি দুইটা নাগাদ যুবকটি ত্রিপুরা সীমান্তে আসলেই পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি করতেই চারটি সাবানের প্যাকেটে মোট ৪৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে ।এই সময় সিআরপিএফের সি কোম্পানির ডি/৩৭ ব্যাটেলিয়নের জোয়ানরা কর্মরত ছিলো। ধৃত যুবকের বাড়ি ধর্মনগরের ঢুপিরবন গ্রামে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ জারি রেখেজছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা নিয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে প্রেরণ করবে পুলিশ।

সাধারণ বাজেট

৫০টি বিমানবন্দর হেলিপ্যাড পরিবহণ পরিকাঠামোয় গুরুত্ব

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বুধবার সাধারণ বাজেট ২০২৩-২৪ পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই বাজেটে পরিকাঠামোর উন্নয়নে জোর দিল মোদী সরকার। এই ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ ৩৩ শতাংশ বাড়িয়ে ১০ লক্ষ কোটি টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। যা ভারতের জিডিপির ৩.৩ শতাংশ। এদিন বাজেট বক্তৃতা দেওয়ার সময়, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, "আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ উন্নত করার জন্য ৫০টি অতিরিক্ত বিমানবন্দর, হেলিপ্যাড, ওয়াটার এরো ড্রোন এবং উন্নত ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড পুনরুজ্জীবিত করা হবে।" এরজন্য বাজেটে অসামরিকবিমান পরিবহণ মন্ত্রকের জন্য ৩,১১৩.৩৬ কোটিটাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো অর্থ সচিবালয় স্থাপন করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর আশা, এই নতুন সচিবালয় এই ক্ষেত্রে আরও বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা করবে মঙ্গলবার, সংসদে অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। সেই রিপোর্টেও বলা হয়েছিল যে, বিমান যাত্রার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের চাহিদা ক্রমে বাড়ছে। তাই, দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

সোম্রাংশু, ছোটনের পারফরম্যান্সে প্রগতিকে হারিয়ে জি.বি সুপারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। দুর্দান্ত জয় জি.বি প্লে সেন্টারের। হারিয়েছে প্রগতি প্লে সেন্টারকে। ৯৯ রানের ব্যবধানে। গুরুত্বপূর্ণ এই জয়ের সুবাদে জি.বি প্লে সেন্টার যথারীতি গ্রুপ রানার্সের স্বীকৃতি পেয়ে সুপার ফোরে খেলার যোগ্যতাও অর্জন করে নিয়েছে। মূলতঃ ভাইটাল ম্যাচে আজ, বুধবারের এই জয় সুপার ফোরে দুই দিনের ম্যাচে তাদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছে। খেলা ছিল নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। সকাল ন'টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জি.বি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪৫ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে জিবি প্লে সেন্টার ২১৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ছোটন মিয়ার ৫৯ রান এবং সোম্রাংশু পালের ৫৫ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ছোটন ছত্রিশ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৯ রান পায়। সোম্রাংশু ৮৭ বল খেলে নটি বাউন্ডারি সহযোগে ৫৫ রান সংগ্রহ করে।

প্রগতির বোলার অংশুমান নন্দী ৩৯ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে প্রগতি প্লে সেন্টার জয়ের মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামলেও, জিবি প্লে সেন্টারের অংশুমান ও ড্যানিয়েলের দুর্দান্ত বোলিংয়ে প্রগতির দৌড় অল্পেতেই থেমে যায়। প্রগতির ছেলেরা ৩৪ ওভার ১ বল খেলে ১১৫ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সুরজিৎ দেববর্মা সর্বাধিক ৩১ রান পায়। জিবি প্লে সেন্টারের সোম্রাংশু পাল ২১ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়। ড্যানিয়েল চক্রবর্তী পেয়েছে তিনটি উইকেট ১৮ রানের বিনিময়ে।

রাজ্য সিনিয়র এলিট ক্রিকেটের ফাইনালে আজ উদয়পুর - সদর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সেরা কোনমহকুমা, নির্ধারন আজ। মহকুমার কলেজ স্টেডিয়ামে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে দুই শক্তিশালী দল সদর এবং উদয়পুর মহকুমা। দুদলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেটে (এলিট গ্রুপ)। রাজ্যদলের হয়ে খেলা একঝাঁক ক্রিকেটার রয়েছে দুদলেই। ফলে লড়াই হবে জমজমাট বলাবাহুল্য। গেলোবছর সেমিফাইনাল থেকেই অপ্রত্যাশিত বিদায় নিতে হয়েছিলো উদয়পুর মহকুমাকে। ওই দু:খ এখনও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে উদয়পুরের ক্রিকেটারদের। ওই দু:খ ভুলতেই আজ রাজ্য সেরা হতে চাইছেন উদয়পুর মহকুমার ক্রিকেটাররা। শক্তির বিচারে উদয়পুর থেকে কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে সদরের ক্রিকেটাররা। গ্রুপ লিগ এবং সেমিফাইনালে দাপটের সঙ্গে খেলেই জয় পেয়েছে সদর। সেমিফাইনালে দনায়ক বিশাল ঘোষের শতরান এবং কৌশল আচার্য-র অর্ধশতরান মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে প্লেট গ্রুপের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ। অমরপুরের রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে মোহনপুর খেলবে আমবাসা মহকুমার বিরুদ্ধে এবং শান্তিরবাজারের বাইখোড়া স্কুল মাঠে সাব্রুম খেলবে ধর্মনগর মহকুমার বিরুদ্ধে। ওই বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ হবে ৪ ফেব্রুয়ারি।

সাব্রুমে অনূর্ধ ১৩ ফাইনালে কাল ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার ও ধম্মদীপার ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। সাব্রুমে অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ ৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে ধম্মদীপা স্কুল খেলবে ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিরুদ্ধে। আজ, বুধবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ৬০ রানের ব্যবধানে ইস্ট মনুঘাট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের সুবাদে ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। খেলা ছিল ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে। বেলা পৌনে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ৪০ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সুরজ দাস সর্বাধিক ৭১ রান পায়। ৮৩ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সুরজ ৭১ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া শ্রাবণ দেবনাথ পেয়েছে ২৩ রান। পূর্ব মনুঘাট স্কুলের রাহুল শীল এবং সায়ন দেব তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ইস্ট মনু ঘাট স্কুলের ছেলেরা মূলতঃ মরণ লোধের দুর্ধর্ষ বোলিং এর শিকার হয়। মরণ ১৬ রানের বিনিময়ে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে ইস্ট মনুঘাটকে রুখে দেয় এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব জিতে নেয়। যে কারণে পূর্ব মনুঘাট ২৬.৪ ওভারে ১১১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অভিজিৎ ত্রিপুরা সর্বাধিক ১৫ রান পায়।

আকাশের ব্যাটিং, প্রাণজিতের বোলিং জয়ে লীগ অভিযান শেষ জুটমিলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। শতদলকে হারিয়ে জুটমিল জয়ী। যদিও নিয়ম রক্ষার ম্যাচ। টি সি এ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে গ্রুপ এ''র লীগ পর্যায়ের শেষ দিনের খেলায় জুট মিল প্লে সেন্টার ৯১ রানের ব্যবধানে শতদল সংঘকে পরাজিত করেছে। এটাই জুটমিল প্লে সেন্টারের আত্মতৃপ্তি, যে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করেছে। অপরদিকে পয়েন্ট তালিকায় পঞ্চম স্থানে থেকে এবারের মতো মরশুম সম্পন্ন করতে পেরেছে। খেলা ছিল নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জুট মিল প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ২৮ ওভার খেলে ১৬৬ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। দলের পক্ষে আকাশ সরকারের অপরাজিত ৯১ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। শতদলের অঙ্কিত দাস ৫৯ রানে চারটি এবং স্বর্ণাভ সাহা ৩০ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে শতদল সংঘের ছেলেরা তেমন ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। ২৩.২ ওভার খেলে ৭৫ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে নয়ন মিয়া সর্বাধিক ২৮ রান পেয়েছিল। এছাড়া, অঙ্কিত দাস পেয়েছে ২৭ রান। জুটমিল প্লে সেন্টারের প্রাণজিত দে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের স্বীকৃতিও পেয়েছে।

আমবাসায় অনূর্ধ ১৩ সুপারে বি.কে নগরের জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বি.কে নগর স্পোর্টসের জয়ের ধারা অব্যাহত। আমবাসা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ সুপার লিগের খেলায় বি.কে নগর স্পোর্টস ৪৬ রানে নব দিগন্ত ক্লাবকে পরাজিত করেছে। সুপারলিগের চতুর্থ ম্যাচে বি.কে নগর দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। খেলা ছিল দশমীঘাট গ্রাউন্ডে। সকালে মন্দালোকের কারণে খেলা শুরুতে দেরি হলেও টস জিতে নব দিগন্ত ক্লাব প্রথমে বোলিংএর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণে বি.কে নগর নির্ধারিত ৪০ ওভারে নয় উইকেটে ২০৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অভিষেক দাস সর্বাধিক ৫৯ রান পায়। এছাড়া, কৌশিক বণিক পেয়েছে ৩৩ রান পেয়েছে। নব দিগন্ত ক্লাবের বোলার রোহন পাল ২৮ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে নব দিগন্ত ক্লাব ৩৭.৪ ওভার খেলে ১৬৩ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। দলের পক্ষে সায়ন শীল অপরাজিত থেকে একাই ৬৭ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। দিকে নগরের সোহেল চৌধুরী ৪৯ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, অভিষেক দাস ১৪ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পায়।

কিলিমাঞ্জারো জয়ী অরিত্র''র অদম্য ইচ্ছা সাত মহাদেশের সপ্তচূড়া জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। কিলিমাঞ্জারো জয় দিয়ে সূচনা। এবার অদম্য ইচ্ছা পৃথিবীর সাত মহাদেশের উচ্চতম সাতটি চূড়া জয় করে ঘরে ফেরা। ইচ্ছা যেহেতু রয়েছে, উপায়ও বের করার প্রয়াস নিতে বদ্ধপরিকর ত্রিপুরার অরিত্র। পিতা সঞ্জয় কুমার রায় ছিলেন রাজ্যের খেলার জগতে প্রখ্যাত ফুটবল কোচ। গত ২২ জানুয়ারি ত্রিপুরার অরিত্র রায় সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ কিলিমাঞ্জারো জয় করে ফিরে এসেছেন। উল্লেখ্য, কিলিমাঞ্জারো গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা ১৯ হাজার ৩৪১ ফুট। ত্রিপুরা থেকে পর্বতারোহনের আঙিনায় কিলিমাঞ্জারো গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম, এটাই প্রথম। পাহাড়ের প্রতি অরিত্র''র আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই, মূলতঃ সূত্রপাত বাবার সঙ্গে পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া। অরিত্র''র অদম্য ইচ্ছা রয়েছে আগামী দিনে অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের উচ্চতম গিরি শৃঙ্গগুলি অতিক্রম করে প্রথমত, রাজ্যের নাম, দ্বিতীয়ত, দেশের নাম উজ্জ্বল করে ঘরে ফেরার। বেসরকারি কাজ অর্থাৎ কর্পোরেট সেক্টরে কর্মরত হলেও সময় বের করে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার আহ্বানে সাড়া দিতে সচেষ্ট হবেন বলে জানিয়েছেন। অবশ্যই এর জন্য তিনি উৎসাহ দানকারী, সৎ মানসিকতা সম্পন্ন, অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী প্রত্যেকের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা চেয়েছেন। সমগ্র ভারতে হাতে গোনা কয়েকজন রয়েছেন, এই ধরনের সাত মহাদেশের সপ্ত চূড়া অতিক্রম করার গৌরব অর্জন করেছেন। ত্রিপুরার অরিত্রও চাইছেন তাদের তালিকায় নাম লেখাতে। এর জন্য অরিত্র মাউন্টেনারিং কোর্সে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্যও সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নাম নথিভুক্ত করেছেন এবং প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। অবশিষ্ট ছয় মহাদেশের ছয়টি উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করতে পারবে বলে অরিত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর জন্য অরিত্র অবশ্যই প্রত্যেকের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা চেয়েছেন।

সাংবাদিকদের বিনোদন কল্পে গঠিত জে.আর.সি'র আনুষ্ঠানিক দারোদ্ঘাটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। পূজার্চনা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে দারোদ্ঘাটন হলো জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের। আস্তাবলে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান কমপ্লেক্সে জে.আর.সি''র স্থায়ী অফিস ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। আজ, বুধবার বেলা একটায় দারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ প্রত্যেকেই সাংবাদিকদের বিনোদন কল্পে গত দু-তিন বছর ধরে জে.আর.সি''র ভূমিকার ভূয়ষী প্রশংসা করেন। রাজ্যের অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রতন সাহা ওনার বক্তৃতায় সাংবাদিকদের এ ধরনের উদ্যোগের সাধুবাদ জানান। সাংবাদিকদের বিনোদন কল্পে গঠনমূলক কর্মকান্ডে আখেরে রাজ্যের এবং দেশের ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ঘটছে বলে তিনি জে.আর.সি''র আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তথা সংবাদ জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সুবল কুমার দে ওনার ভাষণেও সাংবাদিকদের বিনোদনে সততা এবং নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সু-পরামর্শের আশ্বাস দেন। আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক এবং টিএফএ''র সভাপতি প্রণব সরকার, সাংবাদিকদের বিনোদন কল্পে গঠিত জে.আর.সি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে ক্লাবের সকল সদস্যদের শুভেচ্ছা সহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতারও আশ্বাস ব্যক্ত করেন। সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি সরযূ চক্রবর্তী জে.আর.সি''র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। প্রত্যেকের সুপরামর্শকে পাথেয় করে ক্লাবে আগামী দিনেও সাংবাদিকদের বিনোদন মূলক ও সামাজিক কর্মকান্ড জারি রাখা হবে বলে জে.আর.সি''র সচিব অভিষেক দে এবং সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং ক্লাবের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানান ও আশা ব্যক্ত করেন।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে সেমিতে উঠলো আর.সি.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠলো শক্তিশালী এন এস আর সি সি। বুধবার অনেকটা অনায়াসেই এন এস আর সি সি পরাজিত করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল তরুণ সঙ্ঘকে। উঠতি দুই তরুণ বোলার অনুরাগ দাস এবং অনস ভাটনাগরের দুরন্ত বোলিংয়ে সহজ জয় পায় এন এস আর সি সি। বুধবার ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এন এস আর সি সি ৯ উইকেটে পরাজিত করে তরুণ সঙ্ঘকে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে আর সি সি-র বোলারদের দাপটে মাত্র ৭৭ রানে গুটিয়ে যায় তরুণ সঙ্ঘ। দলের পক্ষে সৌরনীল গুহ ৩৯ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ এবং অটল মজুমদার ৪২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। এন এস আর সি সি-র পক্ষে অনুরাগ দাস (৫/৪) এবং অনস ভাটনাগর (৩/১৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে এন এস আর সি সি ১৮.২ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার মাহিন চৌধুরি ৬৪ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রানে এবং ইশান্ত কুমার রাওয়াত ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে শঙ্খনীল সেনগুপ্ত ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করে।

লংতরাইভ্যালিতে ক্রিকেট জয়ী ধূমাছড়া জোন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রোমহর্ষক ম্যাচ। তাতে ১ উইকেটে জয় পায় ধূমাছড়া ক্রিকেট জোন। পরাজিত করলো ছামনু ক্রিকেট জোনকে। কৃতিরাজ দেববর্মার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। বুধবার ঘাঘরাছড়া স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ছামনু ক্রিকেট জোন ১০৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ত্রিশান বরুয়া যদি প্রতিরোধ গড়ে না তুলতো তাহলে হয়তোবা দলীয় স্কোর ৭৫ রানের গন্ডি পার হতো না। ত্রিশান ২৫ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রান করে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দিরাজ সাউ ৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং অয়ন বরুয়া ১৩ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। ধূমাছড়া ক্রিকেট জোনের পক্ষে কৃতিরাজ দেববর্মা (৩/২১) এবং দীপঙ্কর রায় (৩/২৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ২০.২ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ধূমাছড়া ক্রিকেট জোন। দলের পক্ষে কৃতিরাজ দেববর্মা ৪৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, বিবেক ত্রিপুরা ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং সত্যজিৎ দেববর্মা ১৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। ছামনু ক্রিকেট জোনের পক্ষে ত্রিশান বরুয়া (৫/৪২) এবং অয়ন বরুয়া (৩/২৮) সফল বোলার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 2 February 2023, Thursday আগরতলা ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং, ■ ১৮ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থী ডা. দিলীপ দাস। ছবি নিজস্ব।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

আগরতলা, ১লা ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য তথা ভেনগার্ড নিউজ চ্যানেলের কর্ণধার সেবক ভট্টাচার্যের মাতা অর্চনা ভট্টাচার্য, আজ সন্ধ্যায় আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দূরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। তিনি এক পুত্র সহ অনেক গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে উনার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করা হচ্ছে ও শোকস্তব্ধ আত্মীয় পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা হচ্ছে।

কমলসাগরে আক্রান্ত পাঁচ বিজেপি কর্মী অভিযোগের তীর সিপিআইএমের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। বুধবার সকালে কমলাসাগর বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপে পাঁচ জন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। অভিযোগের তীর সিপিএমের দিকে। অভিযুক্তদের নাম ধাম উল্লেখ করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিপিএমের হামলায় আক্রান্ত ৫ বিজেপির কর্মী।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় বিজেপির প্রার্থী অন্তরা দেব সরকার বুধবার বিকালে কমলাসাগর পঞ্চায়েতে যান। সেখানকার নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। সেই ঘটনার জের ধরে বুধবার সকালে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। সিপিআইএম কর্মীরা বিজেপির ফ্ল্যাগ ফেস্টুন সেখান থেকে তুলে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। কেন ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ফেলে দিচ্ছে জিজ্ঞাসা করতেই সিপিএম কর্মীরা দা লোহার রড ও লাঠি দিয়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালায়।

পরবর্তী সময় আহতদের এলাকার জনগণ মধুপুর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত হয় সমরেশ সরকার, বিশ্বজিৎ দাস, টুটন দেবনাথ, কিরণ সরকার,আকাশ মল্লিক। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী আহত সময়ে বিজেপি কর্মীরা মধুপুর থানায় ৯ জনের নামে লিখিতভাবে মামলা করেন। তাদের অভিযোগ এক ব্যক্তির গলা থেকে স্বর্ণের চেইন নিয়ে যায় সিপিএম কর্মীরা। কমলাসাগর এলাকায় বর্তমানে রাজনৈতিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। যে কোন সময় বড় ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

ঋষ্যমুখ কেন্দ্রে জমজমাট ভোট প্রচার বাম ও বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। ঋষ্যমুখ বিধানসভায় বাদলের খাস তালুকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক বনাম প্রাক্তন সেনা কর্মীর বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারে। আগামী ষোল ফেব্রুয়ারি ২৩ এর বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দান জমে উঠেছে ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রে। বলা চলে প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর খাস তালুক এই কেন্দ্র। অসুস্থতাও বয়সের কারণে প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে এই ঋষ্যমুখ কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়নি। নির্বাচনে উভয় দলেরই প্রার্থীই নতুন মুখ। একজন রাষ্ট্রপতি পুরুস্কার পুরুস্কৃত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অশোক মিত্র আরেকজন সেনাবিভাগের স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক দ্বীপায়ন চৌধুরী। অশোক মিত্র সমাজ গড়ার কারিগরদের যেমন তৈরি করেছেন তেমনি দ্বীপায়ন চৌধুরী দেশমাতৃকাকে রক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। একজন গুরুকুল হলেও অপরজন দেশের জন্য নিবেদিত সেনানী ছিলেন। তবে বয়সে অনেকটা ফারাক দ্বীপায়ন চৌধুরীর সাথে অশোক মিত্রের। একপ্রকার প্রবীনের সাথে নবীনের লড়াই। সত্তর উর্ধে বয়স সিপিআইএম প্রার্থী অশোক মিত্রের। বিজেপি দলের প্রার্থী দ্বীপায়ন চৌধুরীর বয়স চল্লিশ উর্ধ। নির্বাচন যতই এগিয়ে আছে ভোট যুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারের তেজিভাব জোর দার হয়ে উঠেছে। ভোটারদের মন জয় ও গন দেবতাদের আশীর্বাদ নিতে বুধবারেও দেখা গেল সিপিআইএম প্রার্থী অশোক মিত্রকে। দুই শতাধিক ঊর্ধে নেতাকর্মীদের সাথে সকাল হতেই নির্বাচনী প্রচারে বাড়ি বাড়ি গেলেন বাম মনোনীত প্রার্থী। ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের বরোজ কলোনী, সাতমুড়া ও মির্জাপুর এলাকার প্রতিটি বাড়িতে গেলেন তিনি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সহ উন্নয়নের স্বার্থে বামফ্রন্টকে ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। বাম মনোনীত প্রার্থী অশোক মিত্রের সাথে এই দিনে প্রচার কর্মসূচিতে ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহাকুমা কমিটির সদস্য রিপু সাহা, সিট্যু নেতা বিজয় তিলক , ত্রিলোকেশ সিনহা , ছাত্রনেতা সুকান্ত মজুমদার সহ নারীনেত্রী ও গণ আন্দোলনের নেতৃত্বরা এবং অবসরপ্রাপ্ত বহু শিক্ষক কর্মচারী নেতৃত্ব। বারে বারে নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচির ফাঁকেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাম মনোনীত প্রার্থী অশোক মিত্র সহ যুবনেতা রিপু সাহা জানান জনগন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাপক সাড়া দিচ্ছে। এই কেন্দ্রে বামেদের জয়ের ধারাকে অব্যাহত রেখে বাম মনোনীত প্রার্থী জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলে অভিমত ব্যক্ত করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা।

সাধারণ বাজেট ২০২৩-২৪

‘সর্বোচ্চ’ রেলে বরাদ্দ ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগে আলাদাভাবে রেল বাজেট পেশ করা হত। বর্তমানে সাধারণ বাজেটের সঙ্গেই রেল বাজেট যুক্ত করা হয়েছে। বুধবার সাধারণ বাজেট ২০২৩-২৪ পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই বাজেটে ভারতীয় রেলের জন্য বরাদ্দ হল ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকা। যা ভারতের ইতিহাসে রেলের পাওয়া সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ। শুধু তাই নয়, এই বরাদ্দ কেন্দ্রে মোদী জমানা শুরু হওয়ার আগে রেলের পাওয়া বরাদ্দের ৯ গুণ। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকারের এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে আর পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের সুযোগ পাবে না এই সরকার। ‘শেষ’ বাজেটে তাই দেশের মধ্যবিত্তদের ভরসাযোগ্য যান রেলে বিপুল বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। বাজেট পেশ করতে গিয়ে নির্মলা বলেছেন, “এর আগে কখনও ভারতীয় রেল এত বরাদ্দ পায়নি।” বস্তুত ২০১৪ সাল পর্যন্ত রেলের মূলধনী খরচ ছিল বছরে ৪৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। কিন্তু গত কয়েক বছরে রেলে সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে কেন্দ্র। রেলকে দেশের জাতীয় আর্থিক উন্নতির ইঞ্জিন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ফলে রেলের বরাদ্দ ব্যয় অনেকখানি বৃদ্ধি পাওয়ারও কথা। তার জন্যই এই বিপুল বরাদ্দ বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। বাজেট বক্তৃতায় অবশ্য রেল প্রসঙ্গে এর বেশি কিছু বলেননি নির্মলা। তবে তাঁর বাজেটের ‘খাতা’ থেকে জানা গিয়েছে রেল সংক্রান্ত অন্যান্য পরিকল্পনার বিশদ। ভারতীয় রেলের জন্য কী কী পরিকল্পনা নিয়েছেন নির্মলা? সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এ বারের বাজেটে নতুন রেলপথ তৈরি, আরও রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ, রেলস্টেশন এবং ট্রেনের পরিচ্ছন্নতা, রেলের পরিকাঠামোর উন্নতি, রেল সুরক্ষা ব্যবস্থা, নতুন আরও বন্দে ভারত ট্রেন, বুলেট ট্রেন এবং হাইড্রোজেন জ্বালানিতে ট্রেন চালানোর খাতে খরচ করা হবে বরাদ্দ অর্থ।

যুবরাজনগর কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী আক্রান্ত আহত দেহরক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে প্রচার শেষ করে বাড়িতে ফেরার পথে আক্রান্ত যুব রাজনগর কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী কান্তি গোপাল নাথ। ৫৭ যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অখন্ড বিকাশ পরিষদের কান্তি গোপাল নাথ।

মঙ্গলবার দলীয় প্রচারে আনন্দবাজার গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পূর্ব হাফলং হয়ে ফেরার পথে পূর্ব হাফলং বিদ্যালয়ের ৫০০ মিটার আগে তারা দেখতে পায় কাঠের লগ ফেলে তাদের রাস্তা কে বা কারা আটকে রেখেছে। গাড়ি থেকে নেমে কাঠের লগ সরাতে গেলে এক ব্যক্তি রড নিয়ে গাড়ির উপর আক্রমণ চালায়। গাড়ির সামনের কাচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। পরক্ষণে কান্তি গোপাল নাথকে লক্ষ্য করে পুনরায় রড দিয়ে আক্রমণ চালালে তিনি সরে যান।

ইতিমধ্যে ৩০ মিটার দূরে তাদের আরেকটি নির্বাচনী গাড়ি থাকায় সে আলোর কারণে তারা পালিয়ে যায়। কান্তি গোপাল নাথ এবং তার দেহরক্ষী কনস্টেবল কাঁচের আঘাতে অল্প বিস্তর আহত হন। ধর্মনগর থানায় খবর গেলে পুলিশ বাহিনী ছুটে আসে। তবে কোন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা এখনো সম্ভব হয়নি। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। নির্দল প্রার্থীর ওপর এ আক্রমণে এলাকায় চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

গোয়ালা বস্তির খাস জমি বন্দোবস্ত করে দেবার প্রতিশ্রুতি বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডঃ দিলীপ দাস বুধবার গোয়ালা বস্তি এলাকায় ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা বাড়ছে। বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ দাস বুধবার সকাল থেকেই গোয়ালা বস্তি এলাকায় গণদেবতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। ভোট প্রচারকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন এলাকার মানুষ বিগত পাঁচ বছরে বিজেপির কাজকর্মে খুবই খুশি। তারা রাজ্য সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ডাঃ দিলীপ দাস বলেন আমরা মোদিজির সৈনিক। রাজ্যে পুনরায় বিজেপি সরকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। জনগণ আমাদের পাশে রয়েছেন। ওই এলাকায় ভোট প্রচার করতে গিয়ে ডাঃ দিলীপ দাস বলেন এই এলাকার মূল সমস্যা হচ্ছে ভূমি সমস্যা। এখানকার পঞ্চাশ একর জমির মধ্যে ২৫ একর জমির খাস। এই খাস জমিতে এলাকায় বসবাসকারী জনগণকে এলোটমেন্ট দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে দুই গন্ডা করে জমি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। সরকার কাউকে ভূমিহীন রাখতে চায় না। বিজেপি দলের প্রার্থী ডাক্তার দিলীপ দাস আরো বলেন এই এলাকায় বেকারের সংখ্যা বেশি। সৎ উপায়ে তাদেরকে যাতে রোজগারি করে তোলা যায় সেই চেষ্টা করা হবে। তিনি কাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছেন জানতে চাওয়া হলে বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার দিলীপ দাস বলেন তিনি কাউকেই প্রতিপক্ষ দেখছেন না। গত পাঁচ বছরে এলাকার বিধায়ক হিসেবে যেসব কাজ এখনো শেষ করে উঠতে পারেননি সেগুলি তার প্রতিপক্ষ বলে তিনি মনে করেন। এলাকার জনগণ তাকে আশীর্বাদ ধন্য করে আবারও বিধানসভায় পাঠালে তিনি যাবতীয় সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

৬ আগরতলা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া দত্তের বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। বুধবার ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ময়লা খলা এবং বিটার বন এলাকায় ভোট প্রচারে যান ৬ আগরতলা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া দত্ত। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রটি শাসক দল বিজেপির কাছে আত্মমর্যাদার লড়াই হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এই কেন্দ্রে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী পাপিয়া দত্ত। বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা নিজে দলীয় প্রার্থী পাঠিয়ে দত্তকে সঙ্গে নিয়ে ৬ নং আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের তের নম্বর ওয়ার্ডের ময়লাখলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়িতে সিপিএমের মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোলাইবাড়ী মোটরষ্টেন্ডে সি পি আই এম এর উদ্দ্যোগে এক মিছিল ও প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত করা হয়। আগামী ১৬ ই ফেব্রেয়ারী ত্রিপুরায় অনুষ্ঠীত হবে বিধানসভা নির্বাচন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমাকরারপর থেকে নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে শুরু করেছে বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচী। এরইমধ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে সি পি আই এম মনোনিত প্রার্থী দেবেন্দ্র ত্রিপুরাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করারলক্ষ্যে বুধবার জোলাইবাড়ী মোটরষ্টেন্ডে অনুষ্ঠীত করা হয় এক প্রকাশ্য জনসভা। জনসভা শুরুর পূর্বে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সি পি আই এম কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জোলাইবাড়ী বাজারে এক মিছিল সংগঠীত করাহয়। মিছিল শেষে সকলে প্রকাশ্য জনসভায় মিলিত হয়। আজকের এই জনসভায় প্রধান বক্তাহিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। প্রধান বক্তার পাশাপাশি আজকের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন নারায়ন কর, বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা, বাসুদেব মজুমদার, প্রার্থী দেবেন্দ্র ত্রিপুরা, সি পি আই এম এর শান্তির বাজার মহকুমা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য আশুতোষ দেবনাথ সহ সি পি আই এম এর অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই জনসভায় বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তার বিগত দিনের রাজ্যসরকারের বিভিন্নকাজের তিব্র সমালোচনাকরেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার উনার বক্তব্যের মাধ্যমে জানান বর্তমান সময়েদারিয়ে লোকজন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেপারেনা। তিনি জানান সংবাদমাধ্যম সঠিকভাবে প্রতিবাদ করতে পারেননা। যদি কোনো সংবাদমাধ্যম প্রতিবাদ করে তাহলে তা বন্ধকরে দেওয়াহয়। আর যদি যদি সংবাদমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশকরাহয় সেই সংবাদপত্র বিক্রির ক্ষেত্রে হকারদের বাধা দেওয়া হয়। হকারা যদি সংবাদপত্র বিক্রিকরে সেই সংবাদপত্র যদি কোনো গ্রাহক ক্রয় করে সেই গ্রাহকের উপর আক্রমন করাহয় বলে অভিযোগ। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা জানান বিজেপি পরিচালিত বিগত দিনে সি পি আই এম সরকার থানা নির্মিত অফিস কক্ষগুলি রং করে পুরানো অফিস কক্ষগুলি উদ্ভোধন করেছে। তাই রাজ্যের উন্নয়নে ও বিজেপির অপশাসন থেকে মুক্তি পেতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই এম মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার বিশেষ আহব্বান জানান। সি পি আই এম কর্তীক আয়োজিত আজকের এই মিছিল ও জনসভায় সি পি আই এম কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতির হার ছিলো লক্ষনীয়।

বনমালীপুরে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। শান্তি সম্প্রীতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেতা তথা বনমালী পুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শান্তনু সাহা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের ডাকে বিপুল সারা মিলছে বলেও দলীয় নেতারা দাবি করেছেন। বুধবার বনমালীপুর কেন্দ্রে ভোট প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শান্তনু সাহা বলেন এলাকায় দীর্ঘদিনের শান্তি সম্প্রীতির ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্য বজায় রাখতে এবং রাজ্যে উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন জানিয়েছেন প্রার্থী শান্তনু সাহা। প্রচারে তার সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা কর্মী সমর্থকরা। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি দারুন সারা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

সিপিএম কর্মীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যার চেষ্টা রানীরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। মঙ্গলবার রাতে রানিরবাজার থানার অন্তর্গত ব্রজনগর থেকে সিপিএম সমর্থক এক ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। আক্রান্ত ব্যক্তি বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার রাত ১১ টায় রানীবাজার থানার অন্তর্গত ব্রজনগর এলাকায় অমূল্য দেবনাথ নামে এক ব্যক্তিকে সিপিআইএমের মিছিলে যাওয়ার অপরাধে স্থানীয় বেশ কয়েকজন শাসকদলের কর্মীরা তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাকে ডেকে ঘর থেকে বের করে মুখে চাপ দিয়ে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। ঠাকুরপাড়ায় নিয়ে সিপিআইএমের কর্মী অমূল্য দেবনাথকে বেধড়ক মারধর করে। দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। অমূল্য দেবনাথ নামে ওই ব্যক্তি তাদের হাত থেকে কোনভাবে আত্মরক্ষা করে একটি জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে সারারাত। বুধবার সকালে জঙ্গল থেকে বাড়ি ফিরে আসার পথে অমূল্য দেবনাথ এর মেয়ের জামাই তাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অমূল্য দেবনাথ নামে সিপিআইএমের ওই কর্মী। জানা যায় অমূল্য দেবনাথ দুইজন যুবককে চিনতে সক্ষম হয়েছে। এরা হল বিপ্লব দেবনাথ এবং প্রণব দেবনাথ। এই বিষয় নিয়ে অমূল্য দেবনাথ শাসক দলের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে থানাতে মামলা দায়ের করবেন বলেই জানান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র খুব উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে ৬ আগরতলার বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া দত্ত। ছবি নিজস্ব।

বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্টের অভিযোগে বাগমায় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। শাসক দল বিজেপির প্রচারসজ্জা নষ্ট করার অভিযোগ নিয়ে গোমতী জেলার উদয়পুর এর ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনগর ব্রিজের উপর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে শাসক দল বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজনগর এলাকায় শাসক দল বিজেপি ফ্লেক্স ফেস্টুন ফেলে দেয় দুষ্কৃতিরা। বিজেপি নেতৃত্বদের অভিযোগ এটা সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের কাজ। আর তাই এই অভিযোগ নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে শাসক দলের কর্মীরা। বিজেপি কর্মীরা জানান এই ঘটনা নিয়ে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে অবগত করলেও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দোষীদের খুঁজে বের করতে এবং গ্রেপ্তার করতে কোন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পথে বসে পড়লেন বিজেপি কর্মীরা। অতি সত্বর দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করার দাবি জানান তারা। এই পথ অবরোধের ফলে দুদিকে অনেক ছোট বড় গাড়ি আটকে পড়ে। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে পথ ছেড়ে দেন বিজেপি কর্মীরা।

খোয়াইয়ে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার বামফ্রন্ট প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারী।। আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্টের সি পি আই (এম)প্রার্থী দিলীপ দেববর্মা প্রতিদিন সকাল বিকেল বিভিন্ন বুথ এলাকায় বাড়ী বাড়ী প্রচারে ব্যাস্ত সময় পার করছেন। বুথ এলাকার স্থানীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে তিনি প্রতিটি বুথ ধরে ধরে পৌঁছে যাচ্ছেন প্রতিটি পরিবারের কাছে। সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সমর্থন চাইছেন সব অংশের জাতি উপজাতি মানুষজনদের কাছে। আশারামবাড়ি কেন্দ্রে এবার বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম)র নতুন প্রার্থী দিলীপ দেববর্মা। প্রথমে ছাত্র আন্দোলন, পরে যুব আন্দোলনের পরিক্ষিত সংগঠক। টিএসইউ-র বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন। পরে হন টি ওয়াই এফ-র বিভাগীয় সম্পাদক। বর্তমানে গণমুক্তি পরিষদের বিভাগীয় কমিটিরও সদস্য। সিপিআই (এম)খোয়াই মহকুমা কমিটির একজন আমন্ত্রিত সদস্যও তিনি। কোন নির্বাচনে এবারই প্রথম প্রার্থী হলেও মোটেও অপরিচিত নন মানুষের কাছে।লড়াই আন্দোলনের সোপান বেয়েই তার সুপরিচিতি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরদিন থেকেই প্রচারে ঝড় তুলেছেন বামফ্রন্ট প্রার্থী দিলীপ দেববর্মা।ছুটছেন দ্রুতলয়ে। জানালেন , সময় যেহেতু কম , তাই দ্রুততার সাথে ছুটে চলা ছাড়া আর উপায় কি! এ পাড়া সে পাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন।মানুষের বাড়ী বাড়ী ঢুকে পড়ছেন স্থানীয় কর্মীদের সাথে।সব অংশের মানুষের সাথে কথা বলছেন। সমর্থন চাইছেন।জানালেন, সকাল সাতটায় শুরু করে টানা কয়েকঘন্টা ধরে বিরামহীন প্রচার চলছে। দুপুরে সামান্য সময়ের বিরতির পরে আবার বিকেলে শুরু করে এই প্রচার চলবে একটানা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। একদিনে পঞ্চায়েতের সবটা এলাকা ঘুরতে হবে। লক্ষ্য হলো কোন বাড়ী যাতে বাদ না পড়ে। সব পরিবারের সব মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে চাই।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।